৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২৪ আষাঢ় – ৩০ আষাঢ়, ১৪২৯ ঃ ৯ জুলাই – ১৫ জুলাই, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 37, 9 July - 15 July, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কোভিড মহামারির দু বছরের বন্ধ্যা কাটিয়ে ফের পুরীতে

জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথ টানার সুযোগ পেল ভক্তরা। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল টেনে নিয়ে গেল রথ। শুধু পুরী নয় বাংলার মাহেশ, গুপ্তিপাড়া, ইসকন সহ সর্বত্র ভগবানের রথযাত্রার সঙ্গী হয়েছে মানুষ।

রবিবার : প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মণিপুর। ইতিমধ্যে নোনে

জেলায় মারাংচিং স্টেশনের কাছে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ৩৫ জনের। নিখোঁজ বহু। ফের পাহাড়ের অন্য অংশের ধসে মৃত্যু হল আরও ১৪ জনের। মারা গিয়েছেন টেরিটোরিয়াল আর্মির বেশ কিছু জওয়ান।

সোমবার : কলকাতা পুলিশের গায়ে প্রায়ই গাফিলতির দাগ লাগায়

বিরোধী দল সহ সাধারণ মানুষ। এবার তা দেখা দিল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে। আঁটো সাঁটো নিরাপত্তা ভেদ করে সারা রাত বাড়িতে বসে রইল আগন্তুক। এর জেরে বদল হয়েছে আইপিএস মহলে।

মঙ্গলবার : বাংলার সিনেমা জগৎ থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিলেন

প্রবাদপ্রতীম পরিচালক তরুণ মজুমদার। আর্ট ফিল্মের বাইরে পারিবারিক ভালোবাসার ছবি দিয়ে মন জয় করেছিলেন এই বামপন্থী বাঙালি। মৃত্যুর পরেও নিলেন না অভিবাদন, ফুল। করে গেলেন দেহদান।

বুধবার : একশো দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েন

চলছে। কেন্দ্রীয় অর্থপ্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী সরাসরি জানিয়ে দিলেন প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট রাজ্য দিচ্ছে না বলেই টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলছেন সব দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার : ফের বাড়ছে করোনা। রাজ্যে দিনে দুহাজার

ছাড়িয়েছে। দেশে প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার। বুস্টার ডোজ ন মাসের পরিবর্তে ছ মাস পরেই দেওয়ার তোড়জোড় করছে কেন্দ্র। কিন্তু কলকাতা সহ সারা বাংলায় বিধি মানার কোনও দায় নেই। বরং ভিড় করে চলছে রথের মেলা।

শুক্রবার : গার্ডেনরিচে সম্প্রতি মিলেছে পোলিও ভাইরাস। তার সঙ্গে

সঙ্গতি রেখে পোলিও টিকাকরণের সমীক্ষা রিপোর্টে তালিকার সব শেষে স্থান করে নিয়েছে কলকাতা। ২, ৮, ১৩, ১৪, ১৫ বরোয় টিকাকরণের হার উদ্বেগজনকভাবে কম।

সবজান্তা খবরওয়ালা

গোয়েন্দা সূত্রের খবর

আসছে পঞ্চায়েত ভোট বাড়বে শাসকের কোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার ক্যানিং-এ তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য সহ দুই তৃণমূল নেতাকে গুলি করে কুপিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা হয়। এই ঘটনায় জেলা সহ রাজ্য জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শাসকদলের নেতাদের অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। যদিও বিজেপি জানিয়েছে ক্যানিং-এ তাদের সংগঠন মজবুত নয়। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেই এই খুন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, ক্যানিং সাবডিভিশনে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেই নানা অশান্তি খুনোখুনির খবর সংবাদ শিরোনামে চলে আসছে। কিছুতেই তৃণমূলের হাই কমাণ্ড কন্ট্রোল করতে পারছে না। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৩ সালে। ইতিমধ্যেই ভোটের বাজনা বেজে গেছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধিকাংশ থানা এলাকাতেই তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল দিন দিন প্রকট হচ্ছে। তৃণমূল এখন নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রে জানা যাচ্ছে তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি বা সিপিএম নয় তৃণমূলই তৃণমূলের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। কে আগামী দিনে মাদারের সভাপতি হবে, কে যুব সভাপতি হবে সেই নিয়েই চলছে দড়ি টানাটানি। ফেসবুক-সোস্যাল মিডিয়াতে নিজেকে বড় করে তুলে ধরতে নেতা নেত্রীরা ২৪ ঘন্টা ব্যস্ত। সেই সঙ্গে তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা আগামী দিনে প্রতিপক্ষের রাজনীতির কারিয়ার খতম করতে হাই কমান্ডের কাছে নানা খবর সই সাবুদ করে পৌঁছে দিচ্ছেন। কোনও কোনও ব্লকে তো মাদার আর যুবর সংগঠন আড়া আড়ি ভাগ হয়ে গেছে। আর ডানপন্থী রাজনীতির সুবিধা হচ্ছে এখানে অনেক দরজা আছে কোনও দরজায় প্রবেশ করতে না পরলে অন্য দরজায় চলে যাওয়া যায়। তৃণমূল সুপ্রিমো নানা ফরমান জারি করলেও তা জেলা ব্লক স্তরে মান্যতা পাচ্ছে না। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কে টিকিট পাবে আর কে পাবে না সে নিয়েও ইতিমধ্যেই তরজা শুরু হয়ে গেছে। গত ত্রিস্তর নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে ক্ষমতার স্বাদ পেহে নেতা নেত্রীরা অনেকেই ক্ষমতা লোভী হয়ে উঠেছেন। আবার কি ভাবে ৫ বছর ক্ষমতায় থাকা যায় তার নানাবিধ পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। সবাই না হলেও অনেকেরই এমন ধারণা হয়েছে যে টিকিট পেলেই তো জয় নিশ্চিত, কারণ এবারও বোধহয় ভোট হবে না। সৎ স্বচ্ছ তৃণমূলের একাংশের অভিমত এই প্রবণতার কারণেই টিকিট বন্টন নিয়ে জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল চরম আকার নিতে পারে এবং বিভিন্ন লবিবাজির কারণে আত্মঘাতী সংঘর্ষ ঘটার আশঙ্কা থাকছে।

সুন্দরবনের স্বর্গতীর্থে যাতায়াতের রাস্তা বেহাল

সুভাষ চন্দ্র দাশ

মৃত্যুর পরও দুঃখ-যন্ত্রণা তাড়া করে বেড়ায়। শান্তি নেই। গ্রামের একমাত্র শ্মশানে যাওয়ার রাস্তাটি

মাটির কাঁচা। আজও হয়নি পিচ কিংবা কংক্রিটের। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগর ১০ নম্বর গ্রাম। সেখানে মানুষজন মারা গেলে মৃতদেহ সৎকারের নির্দিষ্ট কোনও শ্মশান ছিলো না। ফলে গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে চলা বিদ্যাধরী নদীর তীরে মাটি খুঁড়ে দেহ সৎকার করা হতো। তাতে করে এলাকায় ব্যাপক হারে দূষণ ছড়িয়ে পড়তো। স্থানীয় যুবক প্রসেনজিত মণ্ডল চলতি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে 'সুন্দরবন স্বর্গতীর্থ' নামে একটি স্থায়ী শ্মশান নির্মাণ করেন। ঝাঁ চকচকে শ্মশান ঘাট তৈরি হলেও যাতায়াতের রাস্তা একেবারেই বেহাল। বিশেষ করে বর্ষাকালে মৃতদেহ দাহ করতে শ্মশানে যেতে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় শ্মশান যাত্রীদের। অভিযোগ বর্ষাকালে মৃতদেহ দাহ করতে আসা শ্মশানযাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। এমনকি ওই এক কিলোমিটার রাস্তা দিয়ে তিনচারটি গ্রামের কয়েক হাজার গ্রামবাসীও যাতায়াত করেন। অভিযোগ বর্ষাকালে পা পিছলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা কবলে পড়তে হয় তাদের। তাদের দাবি, সরকারি উদ্যোগে এই শ্মশানের যাওয়ায় রাস্তাটি পাকা হলে সুন্দরবন স্বর্গতীর্থে যাতায়াতের পথ সুগম হবে। সুন্দরবন স্বর্গতীর্থ যাতায়াতের বেহাল রাস্তা প্রসঙ্গে গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল জানিয়েছেন, সুন্দরবন স্বর্গতীর্থ শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা পাকা তৈরি করা হবে। কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হবে।

কল্লোলিনীর কান্না মোছাবে কে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এখনও মাস দুয়েক কাটেনি। মেট্রো রেল নির্মাণের ধাক্কায় বৌবাজারের দুর্গাপিতুরি লেনের কান্না এখনও থামেনি। তারই মধ্যে ঝিরিঝিরি বর্ষার ট্রেলারেই ট্রাজিডির কান্না উত্তর থেকে দক্ষিণে। কেউ মারা যাচ্ছে খোলা ইলেকট্রিকের ছোবলে, কেউ মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে বাজার করতে গিয়ে। কল্লোলিনী কলকাতা ফুঁপিয়ে কাঁদছে প্রতিদিন।

পুরসভার ই-সার্ভিস, অনলাইন পরিষেবা, টক টু মেয়রে চলছে আধুনিক কলকাতার প্রচার, আর অন্যদিকে রাস্তাঘাটে, বাজারে, বস্তিতে হয় হোঁচটের ঝাঁকুনি, নয়তো সোজা শ্মশান যাত্রা। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা করে 'যত কাণ্ড কলকাতায়'। রাস্তা ঘাটে জেলার কাছেও হার মেনেছে কলকাতা। সমগ্র কলকাতার রাস্তা ঘাটে সমান করে চলার উপায় নেই। সর্বত্র জোড়াতাপ্পির দোলদোলানি। ফুটপাথে রঙ বেরঙের টালি উঠে চলা দায়। তার উপর সেগুলির বেশিরভাগটাই নির্মান কাজের গোডাউন নয় দোকানদারের কবলে। ফুটপাথে চলা দায়, রাস্তায় মৃত্যু ভয়। এযেন 'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর' অবস্থা।

কলকাতার অফিসপাড়া আর ময়দান এলাকা বাদ দিয়ে সর্বত্র জঞ্জাল এখন কলকাতার ভূষণ। শহরের গলি, পাড়া, বস্তি বাজার এমন কি অফিস কাছারি স্তূপাকার জঞ্জালের কবলে। বাড়তি পাওনা দুর্গন্ধের দূষণ। আলিপুরের ডিএম অফিস, পুলিশ কোর্ট চত্বর এই জঞ্জাল চিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে অবলিলায়। সেখানে নেতা-মন্ত্রী, আইএএস, আপিএসদের নিত্য আনাগোনা সত্ত্বেও পাল্টায় না চিত্র। এটাই যেন কলকাতার ছবি। রইল বাকি বাজার। রাস্তা ঘাটের খোলা বাজার বাদ দিয়ে পুরসভার নিজস্ব বাজারগুলোর চেহারা দেখলে স্রেফ আঁতকে উঠতে হবে। কলকাতাবাসী অসম সাহসী তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সকাল সন্ধ্যা চলছে বিকিকিনি। উপরে চিড় ধরা ছাদ, নিচে জলময় স্যাঁতসেতে ভূমিতল। ইলেকট্রিকের ঝুলে পড়া লাইন ছোবল মারার অপেক্ষায়। সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে জিনিসটুকু নিয়ে বেরোলে বাঁচি। আর আগুন লাগলে ছবি হওয়া ছাড়া গতি নেই। অগ্নি নির্বাপনের হাস্যকর ব্যবস্থায় অভ্যস্ত সবাই।

শুধু পায়ের তলার মাটি নয় আকাশে তাকালে তারের জঞ্জালের ফাঁক দিয়ে মেঘ গুলো কালো দাগে ফালাফালা। সরাবার জন্য নাকি লোক লাগায়ে সময় বেঁধে দিয়েছিল পুরসভা। এখনও তারমুক্তির সময় আসেনি হয়ত। তাই বেওয়ারিশ ল্যাম্প পোস্টে দখলের লড়াই। টেলিফোন বলে আমায় দেখ তো সিইএসসি বলে আমায় দেখ। কেবল অপরারেটররা বলে কেন! আমরা কম যাই নাকি। তাহলে পোস্টার আর ফ্লেক্সওয়ালাদের দোষ কোথায়? ফলে কলকাতা জুড়ে পোস্টার আর চিত্র প্রদর্শনী। উঁহু, দৃশ্যদূষণ বলে কলকাতার বদনাম কিন্তু সহ্য করা যাবে না। ওসব বিদ্বেষীদের কাজ।

স্থল-অন্তরীক্ষের পাশাপাশি গঙ্গার জল ছিল কলকাতার আর এক লাইফ লাইন। সেই জন্যই হয়তো ক্ষমতায় আসার আগেই বর্তমান মুখামন্ত্রী টেমস্-এর স্বপ্ন নিয়ে ভেবেছিলেন কলকাতাকে লন্ডন বানাবার কথা। কিন্তু সে যে কথার কথা তা বুঝিয়ে দিল কলকাতার গঙ্গার ঘাট আর আদি গঙ্গার দুরবস্থা। একসময় যা ছিল কলকাতার আকর্ষণ এখন তা দূষণের ভাণ্ডার।

এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতার কান্না

গার্ডেনরিচ

আলিপুর বডিগার্ড লাইন

চেতলার লক গেট

থিয়েটার রোড

আলিপুর ডিএম অফিস

কলকাতার গঙ্গার ঘাট

নুঙ্গির বাজি শিল্পকে বাঁচাতে নতুন উদ্যোগ

কুনাল মালিক

প্রতি বছরই দীপাবলীর আগে বাজি শিল্পী নিয়ে এক সংকট তৈরি হয়। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কোন শব্দ বাজিকে বৈধ বলে আখ্যা দেবে সে নিয়ে চলতে থাকে তর্ক বিতর্ক। ঠিক সিজনের সময় বাজি কারিগররা বাজি তৈরি করেও বিক্রি করার বৈধ অনুমোদন পায় না। গত বছর তো হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত অনুমতি না দেওয়ায় নুঙ্গি সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বাজি ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হন। সেই বিষয় থেকে শিক্ষা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানা এলাকার নুঙ্গির বাজি ব্যবসায়ীরা অনেক আগে থেকেই কোমর বেঁধে নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা এবার শব্দ বাজির পরিবর্তে আলোর বাজির ব্যাপারেই বেশি উদ্যোগী হচ্ছেন। গত ৪ ও ৫ জুলাই রামেশ্বরপুরে দুদিন ব্যাপী

আতশবাজির এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। যিনি প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন ভারত সরকার স্বীকৃত নাগপুরের গবেষক সাধনা রাইনু। এই আতশবাজি প্রশিক্ষণ শিবিরে আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্কর জানান আগামী দিনে আতশবাজির এই যে প্রশিক্ষণ তাতে করে পরিচয় পত্র পাওয়া অনেকটাই সুবিধা হবে। দুদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, তিনি জানান সরকার এবং আদালতের নিয়ম বিধি মেনে আমরা বাজি কারিগরদের পাশে থাকবো। দুদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অনেক বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, জেলার প্রায় ষাট হাজার মানুষ এই বাজি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। তবে অনেক জায়গায় বৈধ অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও গোপনে বাজি তৈরি হচ্ছে। সেই সব জায়গায় প্রশাসন যদি এখন থেকেই নজরদারী শুরু করে তাহলে খুব সুবিধা হয়। কারণ কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন গত বছর নোদাখালী থানা এলাকার মোহনপুরে গোপনে বাজি তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ছবি : অরুণ লোধ

রথের রশিতে টান, দুর্গাপুজোর কাউন্ট-ডাউন শুরু

দেবাশিস রায়

রথের রশিতে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গাপুজোর কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে গেল। হাতে প্রায় মাস তিনেকের মতো সময় থাকলেও কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের মফস্বল শহরগুলিতে এখন থেকেই পুজোর জন্য সাজো সাজো রব। অসংখ্য জায়গায় ইতিমধ্যে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই খুঁটি পুজো সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। বিগ বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের এবারের সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তোড়জোড় চলছে। কুমোরটুলিতে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো বাঁধার কাজ একপ্রকার শেষ বললেই চলে। কিছু কিছু জায়গায় তো কাঠামোয় দো'মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজও চলছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একাধিক সংস্থা এবারের শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বহুমুখী পরিকল্পনার কাজেও হাত দিয়েছে। এসবের মধ্যে বস্ত্রবিপণী, খাদ্যবিপণী, হস্তশিল্পবিপণী সহ পর্যটন, পরিবহণ প্রভৃতি রয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে পুজোর সেরা পসরা সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে বেশ জোরকদমে। বিশেষ করে বস্ত্র, আসবাবপত্র ও গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং পর্যটন কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠানগুলি নবরূপে সেজে উঠছে। দুর্গাপুজো তথা শারদোৎসবকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান তন্তুজ ইতিমধ্যেই বাংলার তাঁতিদের কাছ থেকে নিত্য নতুন ডিজাইনের শাড়ি, কাপড় প্রভৃতি কিনতে শুরু করেছে। সপ্তাহখানেক আগেই রাজ্যের মন্ত্রী তথা তন্তুজর

চেয়ারম্যান স্বপন দেবনাথের উপস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামের তাঁতকাপড়ের হাট থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার তাঁতের শাড়ি কেনা হয়েছে। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে নদিয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া, ধনিয়াখালি হুগলির বেগমপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পূর্ব বর্ধমানের সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রাম, আমডাঙা-মুস্থলী, কেতুগ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে তাঁতশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। পাশাপাশি মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় সিল্ক, তসর এবং কাঁথাস্টিচের শাড়ি তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা। পুজোর মুখে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ শৌখিন সামগ্রী তৈরির হস্তশিল্পীদেরও ব্যস্ততা বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার বাংলার হস্তশিল্পীদের উন্নতিতে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারও যার অন্যথা হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের মাওয়া এবং জাজিরা সীমান্তে পদ্মা নদীর ওপর নবনির্মিত সুবিশাল সেতু অতি সম্প্রতি চালু হওয়ায় এবার দুই বাংলার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই দু'পাড়ের দুর্গাপুজোর আনন্দ উপভোগ করতে অত্যন্ত উৎসাহী। এর প্রধান কারণই হল নবনির্মিত এই পদ্মা সেতু। এর আগে কলকাতা থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সহ ভারতের উত্তর-পূর্বের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় সড়কপথ কিংবা রেলপথে যাতায়াতের জন্য বিস্তর ঘুরপথের নানান ঝক্কি পোহাতে হত সাধারণ মানুষকে। ফলে অনেকেরই দুই বাংলায় ভ্রমণের সুপ্ত ইচ্ছে থাকলেও তা পূরণ হত না। এবার অবশ্য বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে এই যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

এখন পদ্মা সেতু হয়ে অভাবনীয় কম সময়ের মধ্যেই লাক্সারি বাসযোগে ঢাকা এবং সেখান থেকে আগরতলায় পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে। নবনির্মিত এই সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়া রেলপথের মাধ্যমে আগামী বছরের মধ্যেই ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং আগরতলায় আরও অনেক সহজে ও আরামদায়কভাবে পৌঁছনো যাবে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। তবে, এবার এখনও পর্যন্ত করোনা যেভাবে চোখ রাঙাচ্ছে তাতে বঙ্গবাসীর মনের কোণে ফের আশঙ্কার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষাশেষি এরাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দু'হাজারের ঘর ছুঁতেই সরকার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট হয়ে উঠছে। তাই এবারেও শারদোৎসবের আনন্দ নিশ্চিন্তে উপভোগ করা যাবে কিনা সেই নিয়েই চারিদিকে চর্চা চলছে।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, 37, 9 July - 15 July, 2022

কারিকুরি বনাম জারিজুরি

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

কারেকশন আসে বাজার পড়ে। পতন সংগঠিত হয়। আবারও তেড়েফুঁড়ে ওঠে যখন বাজার তখন সবাই হেঁকে ওঠে নাও দোর খোলো ও বিনিয়োগী, ভরপুর কিনে ঘর ভরে ফেলো দিকিনি। এভাবেই মন্দি আর তেজির মধ্যে ঘুরপাক খায় অর্থবাজার। শুধু ভারত বলে নয়, এ দোলা লাগে জগতজুড়েই। এবার যেমন বাজারের এই পতনের মূল কারিগর হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের রিসেশনে যাওয়ার গল্পেই থমকে গিয়েছে দুনিয়ার অর্থবাজারের পথচলা। ব্যতিক্রম নয় ভারতও। ইতিমধ্যেই সাড়ে ১৮ হাজারের নিফটি প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পয়েন্ট কারেকশন সেরে বসে আছে। সেনসেক্স-এর নিরিখে প্রায় ১২ হাজার পয়েন্টের ঝাঁকুনি। তাবলে কী লগ্নি এখানেই থেমে যাবে? মোটেই নয়। বরং কিছুদিন পর থেকেই দেখা যাবে বেচার কল গায়েব হয়ে কেরনার কলে ভরপুর হয়ে উঠছে সবাই।

ভারতের অর্থনীতি এখন যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাতে খুব খারাপ কিছু হওয়ার আশঙ্কা করছেন না বিশেষজ্ঞরা। বড়জোর আন্তর্জাতিক চাপানউতোরের ঠেলায় ফের ভারতীয় সূচকগুলি ভালো রকমের কারেকশন সেরে নিচ্ছে বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সূচক নানা সময়ই নানাভাবে সংশোধনীর সম্মুখীন হয়েছে। তা বলে তার চালিকাশক্তি সে হারিয়ে ফেলে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং একেকটি কারেকশন নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে শেয়ার বাজারকে। সেরকমই একটা কিছু ধরে নিতে হবে আগামী ৩-৪ মাসের বাজারের অবস্থাকে। কারেকশন বড় আকারে হলেও এই উচ্চতা থেকে ২০-২৫ শতাংশের বেশি নিচে সূচককে কখনই দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে হোক কারেকশন। তাতে ভালো কিছু শেয়ারে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এসে যাবে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'র মতো। গত ৫ বছরে

ভারতের অর্থবাজার যে কারেকশন সম্পন্ন করেছে তাতে নিচের দিকে ৮-৯ হাজার পর্যন্ত আসতে দেখা গিয়েছে নিফটিকে। সেনসেক্সও ওই ২০ হাজারের কাছ থেকে সাপোর্ট নিয়েছে। ব্যাঙ্ক নিফটি, আইটি ও ফার্মা সূচকও কারেকশনের মধ্যে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওষুধ সেক্টর তো শুধু এমনি কারেকশন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কারেকশন পর্ব ছিল টাইম ওয়াইজ বা অন্তর্বর্তীকালীন। এই কারেকশন বন্ধনীতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি গুজরান করতে দেখা গিয়েছে ফার্মা সূচককে। আর এই রাজনীতির সাপলুডোর ছকে যখন ভারতের অর্থবাজার আবর্তিত হবে তখন সেও ওষুধের ওপর বাজি ধরতে দেখা যাচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ওষুধ সেক্টরের মতো না হলেও ভারতীয় লগ্নিকারীদের অত্যন্ত পছন্দের মিডক্যাপেও কারেকশন নামক গ্রহণ ঘনিয়ে এসেছিল বেশ ভালোমতোই। সেই জায়গাটাই আবার যেন মেরামত হতে চলেছে। ফার্মা ও মিডক্যাপকে আগামী কয়েক বছরের অন্যতম সেরা থিম বলে অভিহিত করছেন শেয়ার তার্কিকরা। মিডক্যাপের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭ তে যে কাজ শুরু হয়েছিল জোরালোভাবে সেই বুল রানেই লাগাম পরে ছিল গত প্রায় ৪-৫ বছর। সেই চাকাই এবার ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী পণ্ডিতরা।

মিডক্যাপ ও ফার্মা ছাড়াও ডলার চাঙ্গা থাকায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও এই বছর বুল হাওয়া জারি থাকার ওপর বাজি ধরছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। অর্থবাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক-একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপরগত ২০১৮-র জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ১০-১২ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

উত্তরের আঙিনায়

সন্তান সংগ্রামে সংকল্পবদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভাবের সংসার, দিনের খাবার জোগাড় করাই দুস্কর। তবু হার না মেনে জীবনের যুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা রঞ্জিত পাসোয়ান। ভ্যানচালক রঞ্জিত পাসোয়ান বিহারের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে থাকেন শিলিগুড়িতে। সঙ্গে থাকেন মা,স্ত্রী এবং দুই সন্তান। দুই মেয়েই স্থানীয় একটি স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের স্কুলে নিয়ে যান ভ্যানে করে তার বাবাই। জানালেন আগের মত আর আয় নেই, দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করাই যেখানে মুস্কিল সেখানে মেয়েদের পড়ানো,তবুও হার না মেনে দুই মেয়েকে পড়াশোনা শেখাচ্ছেন তিনি, নিজেরা পড়াশোনা জানেন না। তাই দিদিমনি রেখেই পড়াশোনা করিয়ে চলেছেন। রঞ্জিত পাশোয়ান জানালেন, এটুকু তো করতেই হবে আমাদের,আমাদের দুজনের অনেক

আশা আমাদের সন্তান লেখাপড়া শিখে মানুষের মতন মানুষ হবে,তার স্ত্রী বর্বিতা পাশোয়ানও বসে নেই। বিকেলে চপ,মুড়ি এবং স্যালাডের মাখা বিক্রি করছেন। জানালেন আমাদের ৫ জনের সংসার, না খেলে ঠিক থাকবো কীভাবে? আমরা যে কারণে এখানে এসেছি সেটা সফল তো করতেই হবে আমাদের। আমাদের ইচ্ছা আমাদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেওয়া আর আমরা সেটাই করবো জানালেন দুজন লড়াই করা সৈনিক, যারা জীবন যুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন।

স্কুল ড্রেস বজায় রাখার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ঘোষণা হয়েছে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের নীল সাদা পোশাক দেওয়া হবে । এর প্রতিবাদে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আওয়াজ উঠতে শুরু হয়েছে ।

সেইরকমই আজ শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কের সামনে শিলিগুড়ি শহরের প্রাক্তন পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখায় এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেন যাতে এই সিদ্ধান্ত বদল করা হয় । তাদের কথা অনুযায়ী স্কুলের পোশাক সেই স্কুলের গরিমা এবং ঐতিহ্য বহন করে সেই কারণে তারা চান যাতে পোশাকের রঙ পরিবর্তন না করা হয়। তারা এও জানিয়েছেন, বর্তমান স্কুলের ছাত্রীরাও তাদের সাথে সহমত

প্রকাশ করেছে, তারা জানিয়েছে তারাও তাদের স্কুল ড্রেসকে ভালোবেসে ফেলেছে, তাই তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাবে তাদের ড্রেসের যেন পরিবর্তন করা না হয়। এতে তারা মানসিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে। আজ সকালে শিলিগুড়ির বিভিন্ন মহিলা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীরা একত্র হন। তারা জানান, তারা এবং তাদের ভবিষ্যত (বর্তমানে সমস্ত স্কুলের ছাত্রীরা)সকলেই তাদের আগের স্কুলের ড্রেসকেই সম্মান করেন। তাই তাদের সবার অনুরোধ স্কুলের ড্রেস যেন একই থাকে পরিবর্তন করা না হয়।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের রমরমা ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলছিল অবৈধ নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ এর রমরমা ব্যবসা। শিলিগুড়ি প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে বারে বারে আসছিল অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে প্রধাননগর সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। এই অবৈধ কারবারের মূল অভিযুক্ত এক মহিলাকে আটক

করে, এছাড়া প্রচুর কাফ সিরাপ আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয় শনিবার গভীর রাতে ক্রেতা সেজে প্রধাননগর থানার পুলিশ অভিযান চালায় একটি বাড়িতে। হাতেনাতে পাকড়াও করে এই অবৈধ ব্যবসার মূল অভিযুক্ত মহিলাকে। নির্দিষ্ট আইনে ওই মহিলার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন তাকে আদালতে তোলা হয়।

কড়চা কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচবিহারে একুশে জুলাই নিয়ে তৃণমূল জেরবার। এরই মধ্যে একুশে জুলাই নিয়ে প্রবল গোষ্ঠী কোন্দল রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পার্থপ্রতিম রায়ের মধ্যে। দুজনই চাইছেন নিজেদের কর্তৃত্ব নিয়ে একুশে জুলাই কলকাতা যাবার রাস্তা তৈরি করার। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নিজের পছন্দসই লোকেদের দলে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন,অন্যদিকে পার্থপ্রতিম রায় নিজের লোকেদের নাম লিখে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুজনেরই এক কথা কোচবিহারে আমাদের পছন্দসই দল নিয়ে

যাওয়া হবে কলকাতাতে। এখন একেবারেই মুখ দেখাদেখি নেই দুজনের। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন দুর্নীতি যুক্ত নেতা দিয়ে কলকাতা যাওয়া হবে না, অন্যদিকে পার্থপ্রতিম রায় জানালেন, প্রতিবছর ভোট আসলেই লাগে আমাকে আর আমার পছন্দসই সমর্থকেরা যাবে না কলকাতায় এটা হয় নাকি? বিষয়টি জানেন বিদ্যুতমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানিয়েছেন একুশে জুলাই তারাই কলকাতায় আসবেন যারা সত্যি সত্যি দলের জন্য রক্ত এবং ঘাম ঝরিয়েছেন। তাই এখানে কারো কথা শুনে দল তৈরি হবে না। কোচবিহারে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দের কথা জানেন সবাই,আর এবারে তা প্রকাশ্যে চলে আসায় অশান্তি বেড়েছে কোচবিহারে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরে।

ভ্যাটে উদ্ধার আধার কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেয়র গৌতম দেবের জয়ী ৩৩ নং ওয়ার্ড থেকে পাওয়া গেল প্রায় তিরিশটি আধার কার্ড। আজ সকালে ওয়ার্ডের সাফাই কর্মীরা ভ্যাট পরিষ্কার করতে গিয়ে এই তিরিশটি আধার কার্ড উদ্ধার করেন। কার্ডগুলি ভিজে যাওয়াতে লেখাগুলি মুছে গিয়েছিল অনেকটাই। ফলে ওই কার্ডগুলি কোথাকার কেউ বলতে পারছিলেন না। শেষে কার্ডগুলি নিয়ে আসা

হয় শিলিগুড়ির ৫নং বোরো অফিসে। জমা দেওয়া হয় বোরো চেয়ারম্যানের কাছে। চেয়ারম্যান ওই কার্ডগুলির সঠিক ঠিকানা বোঝবার ব্যাবস্থা করেন। পরে জানতে পারা যায় ওই কার্ডগুলি এই রাজ্যের নয়, কার্ডগুলি অসমের। বোরো চেয়ারম্যান জানান, ওই উদ্ধার হয়ে যাওয়া কার্ডগুলিকে সঠিক ঠিকানায় ব্যবস্থা পাঠাবার করা হচ্ছে। কার্ডগুলির আসল মালিকের কাছে যাতে কার্ডগুলি পৌঁছায় সেটা আমরা দেখব বলে জানিয়েছেন বোরো চেয়ারম্যান।

রাজনীতি নয়, উন্নয়নে নজর পাহাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জিটিএ নির্বাচনে এককভাবে পাহাড়ের ক্ষমতা দখল করেছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। ৪৫টি আসনের মধ্যে ২৭টি আসন দখল করেছে অনিত থাপার দল। বোর্ড এখনও গঠন হয়নি। তার আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে মঙ্গলবার কলকাতা গেলেন অনিত থাপা। এদিন সকালে বিমানে কলকাতা গিয়েছেন অনিত থাপা। বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিত থাপা বলেন, এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও প্রত্যেককে নিয়েই পাহাড়ের উন্নয়ন করতে চান।

তিনি পাহাড়ে রাজনীতির থেকেও প্রাধান্য দিতে চান উন্নয়নকে। পাহাড়ের মানুষ চেয়েছেন বলেই আজ জিটিএ তাদের দখলে। তাই পাহাড়ের উন্নয়ন, জিটিএর অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ করার দিকেই বেশি নজর দেবেন তিনি। জিটিএতে এককভাবে ক্ষমতা দখল করলেও পাহাড়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সাথে অলিখিত জোট ছিল তৃণমূলের। জিটিএ নির্বাচনে ৫ টি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেতা বিনয় তামাং ব্লুমফিল্ড থেকে জয়ী হয়েছেন। তাই অনিত থাপা জিটিএর প্রধান হলে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী বিনয় তামাং-এর ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে জল্পনা। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনিত থাপাকে নির্দেশ দিতে পারেন জিটিএ পরিচালনায় পাহাড়ে বিনয়কে নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন অনিত থাপা।

জলের জন্য হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির ৮ নং ওয়ার্ডের সন্তোষী নগরে। আজ সকাল থেকে শিলিগুড়ির ৮ নং ওয়ার্ডের পানীয় জল না আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ। তারা জানিয়েছেন এই প্রচণ্ড গরমে জল আসছে না ওয়ার্ডে, অথচ ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের কোন মাথাব্যাথা নেই। গত সাত দিন ধরেই চলছে এই সমস্যা। কখন জল আসছে একেবারেই সরু হয়ে,আবার কখনো জল আসছে ঘোলা, জল আসছে এবং থাকছে ৪৫ মিনিটেরও কম। ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গোটা ওয়ার্ডে পানীয় জলের কল আছে মাত্র তিনটি, আর ওয়ার্ডে আছে প্রায় ছহাজার মানুষ। সবার পক্ষে নিজের বাড়িতে জলের সংযোগ নেওয়া সম্ভব নয়, অর্ধেকের বেশি মানুষ নির্ভর করেন পাড়ার জলের কলের উপরে। সেখানে এই গরমে

জল না আসায় প্রচণ্ডভাবে সমস্যায় পড়ে গেছেন সাধারণ মানুষ। প্রথমে তারা স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলারের বাড়িতে এবং পরে ১নং বোরো অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বোরো অফিসার জানান, এক ঘন্টার মধ্যে পানীয় জলের গাড়ি ওয়ার্ডে পৌঁছবে। অবশেষে দেড় ঘন্টা পরে পুরসভার জলের গাড়ি পৌঁছালে শান্ত হন ওয়ার্ডের মানুষ। স্থানীয় কাউন্সিলার সেবিকা মিতাল জানান ,যতদিন পর্যন্ত জলের অবস্থা ঠিক না হচ্ছে ততদিন পুরসভার পক্ষ থেকে পানীয় জলের গাড়ি থাকবে ওয়ার্ডের মানুষের জন্য।

মাছি-আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পোকা আতঙ্কে ভুগছে জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকেই নাইরোবি মাছির আক্রমণে আক্রান্ত মানুষের খবর পাওয়া গেছে। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের প্রায় দশজন ছাত্রের শরীরে এই পোকার আক্রমণের চিহ্ন পাওয়া গেছে। জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়া,কলেজপাড়া এবং পান্ডাপাড়াতে এই পোকার দেখা পাওয়া গেছে। এই পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে এই পোকার আক্রমণে প্রায় তিনশো জনের আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে। ডাক্তারেরা জানিয়েছেন আপাতত এই পোকার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ফিনাইল এবং জীবানুনাশক ওষুধই যথেষ্ট,

তবুও মানুষ এই পোকার কারণে চূড়ান্ত আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে এদিন কুড়ি জন আক্রান্ত মানুষ আসেন পোকার আক্রমণে অসুস্থ হবার কারণে। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ি নয় এই পোকার আক্রমণে অতিষ্ঠ গোটা উত্তরবঙ্গের মানুষও। তবে মালদা কিংবা দক্ষিণবঙ্গে এই নাইরেবি মাছির দ্বারা আক্রান্ত মানুষের খবর পাওয়া যায় নি বলে খবর পাওয়া গেছে।

কোবরা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোলচিনি টালি লাইন এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হল কিং কোবরা। করল বনদপ্তরের হ্যামিলটনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা। এদিন সকালে কালচিনি টালি লাইন এলাকার

বাসিন্দা শচীন লামার বাড়িতে একটি কোবরা সাপ দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে বনদপ্তরের হ্যামিলটনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌঁছে কোবরাটিকে উদ্ধার করে।

বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া কোবরাকে সুস্থ অবস্থায় গোদাম ডাবরি বিটের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । কী করে এই কোবরা চলে আসল সেটা বুঝতেই পারছেন না কেউই। তবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সবার মধ্যেই।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ জুলাই – ১৫ জুলাই, ২০২২

মেষ রাশি : নিজের জেদ বজায় না রেখে প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো আচরণ করার চেষ্টা করুন। হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের সাথে আলোচনা করুন, বিশেষ করে পুঁজি বিনিয়োগের পূর্বে। দেহের নিম্নাংশে তলপেট, কিডনি প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণের ইচ্ছা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪০ বার 'ওং রাহবে নমঃ' র জপ করুন।

বৃষ রাশি : প্রেম-প্রণয়ে পিরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। গুরুজনদের নিকট আর্থিক সহায়তা চাওয়ায় মানসিক অশান্তি এবং বিরুপ আচরণে মনোঃকষ্ট বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অমনোযোগী মনোভাব এবং পরীক্ষার সাফল্যে আশানুরূপ ফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। মামলা ক্ষেত্রে জয়লাভের সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার 'ওং শুক্রায় নমঃ' জপ করুন।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সৃজনরে আসার সম্ভাবনা। ভাই-বোনেদের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তার কারণ। চাকরি ক্ষেত্রে শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। তীর্থ ভ্রমণের লিপ্সা। আয় হলেও অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের আচরণে মনোঃকষ্ট বৃদ্ধি। লেখক বা সাহিত্যিকদের প্রতিভার স্ফূরণ এবং মান-সম্মান বৃদ্ধি। কোনো দ্রব্য বা গুরুত্বপূর্ণ নথি খুঁজে না পাওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের আচরণে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং চন্দ্রায় নমঃ' জপ

সিংহ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। ধনাগমে বাধা। পদোন্নতিতে বাধা। ভাই বোনেদের সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। সন্তানের সাফল্যে খুশি। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং গুরবে নমঃ' জপ করুন।

কন্যা রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হবার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সাথে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। সন্তান থেকে মনোকষ্ট। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য। গবেষণায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। শ্লেষ্মাজাতীয় বা চক্ষু পীড়া রোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। স্বজনের প্রতি বিরোধী আচরণ। ভাই-বোনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট। চাকরিতে সাফল্য। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি বা লটারি পাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্যে বিলম্ব। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধির সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন প্রাচীন পাঠ ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজন বিরোধ হলেও তা মিটে যাবে। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। প্রেম-প্রণয়ের যোগ রয়েছে। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আয়ভাব খুব শুভ নয়। সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং গণপতয়ে নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি এবং স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট। সন্তানের আচরণে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। ব্যবসায় সাফল্য এলেও বিলম্ব হবে। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা। প্রেসার সুগার প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং শিব ওং শিব ওং' জপ করুন।

মকর রাশি : প্রিয় জনের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ। সৃষ্টিশীল কর্মে সৃজনশীলতার প্রকাশ। সন্তানের থেকে সুখবর। চাকরিতে সাফল্য। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে কর্মে সিদ্ধিলাভ। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধিতে বিলম্ব। পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দেবী দুর্গার পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : কোন কারণে মানসিক অবসাদ আসার সম্ভাবনা। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা-বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। চাকরিতে ও ব্যবসাক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের ভোজন করান।

মীন রাশি : আর্থিক দিক দিয়ে সাবলীল হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের রূঢ় আচরণে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা শিল্পীদের প্রতিভার স্ফূরণ। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি ও ব্যবসার প্রসারতার ক্ষেত্রে শুভ সময় বলা যায়। সন্তান থেকে রূঢ় আচরণ। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। কর্মোন্নতি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং কেতবে নমঃ' জপ করুন।

শব্দবার্তা ২০৭

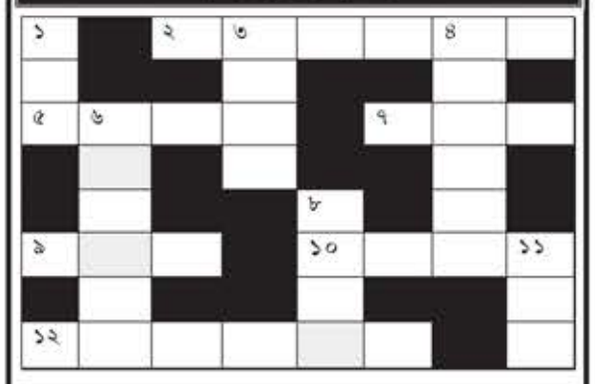

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। কুমতি ৫। শেষ অবস্থা ৭। মাংস বিক্রেতা ৯। নির্বিঘ্নে, বিনা বাধায় ১০। কামবাসনা, একে-তিনে বক্সারদের আঙিনা ১২। নানারকমের।

উপর-নীচ

১। দর্শনের বস্তু ৩। ব্যাপ্তি, বিস্তার ৪। বই বাঁধার কাজ ৬। মনে ও বাহ্যিক আচরণে ৮। বৈকুণ্ঠলোক ১১। ছোট নদী।

সমাধান : ২০৬

পাশাপাশি : ১। অধিরাজ ৪। নট ভৈরব ৫। পরভৃত ৭। মতামত ৯। খানকতক ১০। বিসর্জন।

উপর-নীচ : ১। অনুতাপ ২। জনস্রোত ৩। হরকিসিম ৬। রবিতনয় ৭। মরকবি ৮। তপোবন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

খেলার ছলে মৃত্যু

অর্ঘ্য রায় : বন্ধুর মারে নিহত আর এক বন্ধু। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ডহারবার ধনবেড়িয়া হাই স্কুলে। মৃত মলয় হালদার কলা বিভাগের ছাত্র। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতোই সোমবার স্কুলে আসে কলাবিভাগ একাদশ শ্রেণীর দুই ছাত্র মলয় ও সায়ন। দুজনই দর্শনের ক্লাস শেষে মলয়ের সাথে সায়নের মারপিট শুরু হয়। হঠাৎ সায়ন মলয়ের কানের নিচে একটি ঘুষি মারে, তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মলয়। এরপর শিক্ষকেরা ক্লাসরুমে এসে, মলয়কে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। নিতান্তই খেলার ছলে শুরু হয় দুজনের মারপিট শুরু হয় বলে জানায় স্কুলে পাঠরত এক ছাত্রী। এরপরই মলয় হালদারের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে। পাশাপাশি অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় মলয়ের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পূর্ণ তদন্তের আশ্বাস জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস। তবে ঘটনার পর থেকে প্রশ্ন উঠছে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, কীভাবে শিক্ষকদের নজর এড়িয়ে ঘটলো এহেন দুর্ঘটনা। দোষারোপ করতে শুরু করেছেন সকলেই। পাশাপশি মলয়কে হারিয়ে শোকাহত পরিবার ও বন্ধুরা।

নাকে আটকে বাদাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স মাত্র তিন বছর। বাড়িতেই খেলছিল। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ আচমকা বাড়ির দোকানে ঢুকে আপনমনে বাদাম খাচ্ছিল জয়নগর থানার অন্তর্গত তিলপি গ্রামের বছর তিন বয়সের শিশু বাসিল মোল্লা। বাদাম খাওয়ার সময় কোনও প্রকারে একটি গোটা বাদাম তার নাকের ছিদ্রে ঢুকে পড়ে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে নাকের ছিদ্র থেকে বাদামটি বের করার চেষ্টা করে। কোনও ভাবে বাদাম বের করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে পরিবারের লোকজন। পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে,ঘটে যেতে পারে বড় ধরণের দুর্ঘটনা। বেগতিক বুঝেই শিশুটির চিকিৎসার জন্য পরিবারের লোকজন স্থানীয় এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে কোনও প্রকার কিছু না হওয়ায় বুধবার রাতেই চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ওই শিশুকে। শুরু হয় ওই শিশুর নাক থেকে বাদাম বের করার চেষ্টা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা অক্লান্ত চেষ্টা করেন শিশুর নাক থেকে বাদামটি বের করার জন্য।

শিশুর নাকের ছিদ্র থেকে বাদামটি বের করতে না পেরে রাতেই ওই শিশুকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানেও ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকদের হিমশিম খেতে হয়। শিশুটির নাকের এক্সরে করা হয়। পরে বাদামটি বের করেন চিকিৎসকরা। শিশুর নাকের ছিদ্র থেকে বাদাম বের হতেই স্বস্তি ফেরে পরিবারের সদস্যদের। ওই শিশুর মা সাবিনা মোল্লা জানিয়েছেন, বাড়িতে দোকান রয়েছে। বাসিল সকলের অজান্তে দোকানে ঢুকে বাদাম খাচ্ছিল। আচমকা একটি বাদাম তার নাকের ছিদ্র ঢুকে যায়। চিকিৎসকদের চেষ্টায় প্রায় ১৭ ঘন্টা পর নাকের ছিদ্র থেকে বাদাম বের হয়। ভীষণ চিন্তায় ছিলাম। চিকিৎসকদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

অটো উল্টে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : অটো উল্টে গুরুতর জখম হল তিন অটোযাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে হেড়োভাঙা-ক্যানিং রুটের কালীমন্দির এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন গৌর হালদার,হালিমা মোল্ল ও খতিবুল্লা মোল্লা নামে তিন অটোযাত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে ৭ জন যাত্রী নিয়ে হেড়োভাঙা থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল একটি অটো। কালীমন্দির এলাকায় একটি টোটো গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অটোর গতি রুখতে সজোরে ব্রেক কষেন অটো চালক। মুহূর্তে রাস্তার ওপর উল্টে গিয়ে দুজন যাত্রীর উপর পড়ে অটো। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তিন অটোযাত্রী। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিন অটোযাত্রীর সেখানেই চিকিৎসা চলছে। জখমদের মধ্যে হালিমা মোল্লা ও গৌর হালদারের অবস্থা সঙ্কটজনক।

জমানো টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ি তৈরি করবেন বলে টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন বাড়ির মধ্যেই। সেই টাকা চুরির অভিযোগে তিন চোরকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির অন্তর্গত গৌড়দহের গোজপুর এলাকায়। ধৃতরা হল বিক্রম মন্ডল, পল্টু ওরফে রবীন মন্ডল ও সুজয় মন্ডল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গৌড়দহ গোজপুরের বাসিন্দা পুষ্প মন্ডল। তিনি বাড়ি তৈরি করার জন্য ১৩৫০০০ টাকা রেখেছিলেন। কয়েকদিন ধরে ঘর মেরামতির কাজ চলছিল তাঁর বাড়িতে। আচমকা সেই টাকা চুরি হয় ঘর থেকে। পুষ্প দেবী ঘরের মধ্যে টাকা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। পরে তিনি বুধবার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেন ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির ওসি ফারুক রহমান। চুরির ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই তিন চোরকে ধরে ফেলেন। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫০০ টাকা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে।

তৎপরতায় উদ্ধার টোটো

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর থানার করাবেগ এলাকায় বকুলতলা থানার বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারানগরের বাসিন্দা কার্তিক বৈদ্য নামে এক যুবক গত ২৯ শে জুন দুপুর আড়াইটের দিকে টোটো নিয়ে রিজার্ভ যাত্রী অবস্থায় জয়নগরের ঢোষাহাটের দিকে যায়। গাড়িতে থাকা চারজন হাট থেকে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে করাবেগের হাটের কাছে ফাঁকা জায়গায় টোটো চালককে মারধর করে নগদ টাকা, ফোন ও টোটোটা নিয়ে চম্পট দেয়। আর তারপরে সে প্রথমে কিছুটা ভীত হয়ে চুপ করে থাকে। পরে স্থানীয় মানুষদের চেষ্টায় বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যায়। কিন্তু বকুলতলা থানা জয়নগর এলাকার ঘটনা বলে টোটোচালককে জয়নগর থানায় পাঠায়। আর টোটো চালক কার্তিক বৈদ্য পরের দিন ৩০ জুন জয়নগর থানায় টোটো চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। আর তার পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই তুহিন ঘোষ, এস আই দিগন্ত মন্ডল, এস আই তন্ময় দাস, এ এস আই প্রবীর বিশ্বাস, পি এস আই অলকেন্দু মন্ডল সহ জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে প্রথমে জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতের শ্যামনগর গ্রামের আফজল হুসেন মোল্লা ধরা পড়ে। আর তাকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ শ্যামনগর থেকে আলি হুসেন মল্লিক ও তিলপি থেকে তোহিদ সেখ ওরফে খোকন এবং মাহিবুল ইসলাম সেখ কে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে বুধবার। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া টোটো। বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে ধৃত চারজনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক আফজল হুসেন মোল্লা ও আলি হুসেন মল্লিককে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের ও তোহিদ সেখ অরফে খোকন এবং মাহিবুল ইসলাম সেখকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ধৃতদের জেরা করে এই ঘটনায় আর কারা আছে এবং এই জাতীয় আর কোনো কেস আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছে।

ঐতিহ্যবাহী শহরে যানজটে নাকাল মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী শহর ক্যানিং। যানজটে নাকাল সাধারণ মানুষ। প্রাচীন শহরের ষ্টেশন সংলগ্ন একমাত্র চলাচলের রাস্তায় প্রতিনিয়ত যানজটের সৃষ্টি হয়। ট্রেন ধরতে কিংবা চলাচল করতে দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষজন থেকে সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকদের। কখনও বা নির্ধারিত ট্রেনটি ধরতে না পেরে বিপাকে পড়তে হয় যানজটের কারণেই। আবার যানজটের কারণে অ্যাম্বুলেন্সকে ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এহেন ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহরকে উন্নত মনে হলেও বাস্তবে এর চালচিত্র আলাদা। যানজটে নাকাল।

১৮৬২ সালের ২ জানুয়ারি প্রথম ক্যানিং থেকে ট্রেন ছাড়ে। ইতিহাসের সাক্ষী বহন করা ছাড়া আর কিছুই নেই। একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশন হয়ে গোসাবার দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেই দিনটি আজ বিরল ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে এই ক্যানিং শহর। সেই সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার কিংবা সিংহদুয়ার ক্যানিং শহর যানজটে জর্জরিত।

সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার মডেল ক্যানিং ষ্টেশনে যেতে গেলে যানজটের কারণে নাকাল হতে হয়। যত্রতত্র অটো,বাইক,ছোট গাড়ি রাস্তার পাশেই পার্কিং করে রাখা থাকে। এমনকী ভ্যান নিয়ে হকাররাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করে। ফলে যানজট আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

উল্লেখ্য, এমন সমস্যা সমাধানের জন্য পথে নামলো পুলিশ প্রশাসন। বুধবার দুপুরে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ ও ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদারের নেতৃত্বে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ক্যানিং শহরের পথে নামে। বেআইনি পার্কিং হটিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করেন গাড়ি চলাচলের রাস্তা। এছাড়াও পুলিশ কর্তারা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গাড়ি চালকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে সতর্ক করে দেয়।

পঞ্চায়েত সদস্য সহ ৩ তৃণমূল কর্মীকে খুন,আটক ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে এবার গায়ের জোরে এলাকা দখলে নেমে পড়ল জনবিচ্ছিন্ন ভাজপা। টার্গেট তৃণমূলকর্মীরা। এবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিঙে পঞ্চায়েত সদস্য সহ ৩ তৃণমূলকর্মীকে গুলি করে কুপিয়ে খুন করল ভাজপা আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। গত কয়েক মাসে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তৃণমূলকর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে। বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা কর্মী খুন হয়েছেন। এবার তাতে নবতম সংযোজন হল ক্যানিঙের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্য জুড়ে অশান্তি পাকানোর ছক কষেছে ভাজপা। তাতে সামিল হয়েছে সিপিএম। একের পর এক তৃণমূলকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন। অথচ উল্টে তৃণমূলের নামেই মিথ্যে অভিযোগ করে কুৎসা রটানো হচ্ছে। তৃণমূলের প্রশ্ন, বাংলায় পান থেকে চুন খসলেও পদ্মপাল রে রে করে ওঠেন, তিন তৃণমূলকর্মী নৃশংস ভাবে খুন হয়ে গেলেন, পদ্মপাল চুপ কেন ! বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা নাগাদ একটি বাইকে করে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন মাঝি (৩৮) এবং দুই তৃণমূলকর্মী ভূতনাথ প্রামানিক (৩৩) এবং ঝন্টু হালদার (৩৩)। গোপালপুর অঞ্চলের ভদ্রি কচুয়া এলাকায় তাদের বাইক থেকে নামিয়ে গুলি করে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা।

ঘটনার পিছনে ভাজপা আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রয়েছে বলে দাবি ক্যানিঙ পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস এবং বিধায়ক সওকত মোল্লার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গিয়েছে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য স্বপন মাঝি সহ ভূতনাথ প্রামানিক ও ঝন্টু হালদার একটি মোটর বাইক করে ধর্মতলা থেকে হেড়োভাঙা আসছিল ২১ জুলাই উপলক্ষে মিটিং করার জন্য।সেই সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাদের লক্ষ্য করে গুলি করলে মোটর বাইক থেকে ৩ জন পড়ে যায়। এরপর দুষ্কৃতীরা ৩ জনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে চম্পট দেয়। ৪ জন দুষ্কৃতী একটি মোটর বাইকে এসে হামলা চালায় বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। বারুইপুর পুলিশ জেলার উচ্চ পদস্থ পুলিশকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। পুলিশ ৩ জনকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ ৩ টি দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানান দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ৩ জনের মৃত্যু হয়। দেহ ৩ টি উদ্ধার করা হয়েছে। ৩ টি গুলির খোল এবং বোমা উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে চলছে চিরুনি তল্লাশি। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস। তিনি বলেন, এলাকায় দক্ষ সংগঠক ছিলেন স্বপন মাঝি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য এই নৃশংস খুন। ভাজপা এবং অন্যান্য বিরোধী দল মিলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা শুভেন্দুকে আক্রমণ করে বলেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা লাগাতার উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখছেন। তার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিন জন তৃণমূল কর্মীকে যে ভাবে প্রকাশ্যে খুন করা হল তা ভয়ঙ্কর। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ভাজপা রাজ্যকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। ওদের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, মানুষের সমর্থন নেই তাই বাংলায় সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এদিকে এদিন ঘটনাস্থল সিআইডি টিম এবং এডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত,বারুইপুর পুলিশ সুপার মিসেস পুষ্পা,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু,ক্যানিং এসডিপিও দিবাকর দাস,ক্যানিং থানার আইসিডিএস সৌগত ঘোষ।পুলিশ সূত্রে খবর এই ঘটনায় পুলিশ ৬ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পাশাপাশি জয়নগর কুলতলি সহ বিভিন্ন জায়গায় চলছে চিরুনি তল্লাশি। এবিষয়ে বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপার মিসেস পুষ্পা জানান দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলি ও ধারালো অস্ত্রের কোপে ৩ জনের মৃত্যু হয়। দেহ ৩ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই দোষীরা গ্রেফতার হবে।

বারাসত পুলিশ জেলার সাফল্য

কল্যাণ রায়চৌধুরী : শু মূলত জমি নিয়েই ঝামেলা। আর তার জেরেই খুন। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুরের খেজুতলায় খুন হয় জনৈক জমির দালাল মন্মথ মণ্ডল। তাকে শুট আউট অর্থাৎ গুলি করে খুন করা হয়। কিন্তু এই খুনকে কেন্দ্র করে দেখা গেল বারাসত পুলিশ জেলার তৎপরতা। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার হয় অভিযুক্তরা। এস পি অফিসে নিহতের পরিবার পাঁচ জনের নামে দত্তপুকুর থানার অভিযোগ দায়ের করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় তার রমরমা জমির কারবার ছিল। আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মন্মথ এই জমি কেনা বেচা করতেন। শেষ পর্যন্ত এই জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই খুন হতে হল তাকে। এসপি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে বারাসত পুলিশ জেলার এস পি রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মন্মথর পরিবারের তরফ থেকে দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে প্রথমেই পুলিশ গ্রেফতার করে মানিক ব্যাপারীকে। তারপর তাকে জেরা করে আরও দুই অভিযুক্ত রিপন শীল ও সুরজিৎ রায়কে গ্রেফতার করা হয়। এরা তিনজনই এলাকায় তোলাবাজি করে। জমির দালালির সঙ্গেও যুক্ত।' তবে শুট আউটের তদন্তে আরও দুজন চণ্ডী ঘোষ এবং আকাশ নায়েককেও গ্রেফতার করে পুলিশ। খুনে ব্যবহৃত দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি বাইকও উদ্ধার হয়। বারাসত সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তাপস মিত্র বলেন, 'এই খুনের পিছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই জড়িত।'

তাপসবাবুর এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দত্তপুকুরের তৃণমূল নেতা গোপাল কাঞ্জিলাল বলেন, 'এই খুনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।' মন্মথর পরিবারও এই খুনের পিছনে রাজনৈতিক কোনও শত্রুতা দেখছে না। মন্মথর ছেলে কমলেশ মণ্ডল বলেন, বাবা কোনও দিনই সক্রিয় রাজনীতি করেননি। জমির ঝামেলাতেই বাবা খুন হন।' পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মূলত বাইশ বিঘা জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে মন্মথর সঙ্গে তার অন্যান্য অংশীদারদের বিরোধ বাধে। কারণ, এই মোট জমিটা মন্মথ একাই বিক্রি করেন। এ থেকেই বিরোধ এবং খুনের পরিকল্পনা।' তবে খুন হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই খুনের কিনারা করাকে বারাসত পুলিশ জেলার মুকুটে সাফল্যের পালক সংযোজন হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকগণ।

উল্লেখ্য, রাজ্যে বামফ্রন্ট আমলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দত্তপুকুর এক প্রকার সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিবর্তনের সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দত্তপুকুর আমার সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বারাকপুরে ছয় লেনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ হল বিটি রোড। এই রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। যানজট এড়াতে সোদপুর থেকে বারাকপুর চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত বিটি রোডকে ৬ লেনে উন্নিত করার প্রসঙ্গ নিয়ে সম্প্রতি বারাকপুর পুরসভায় একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, বারাকপুর পুরুসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস ও পূর্ব দফতরের আধিকারিকরা। রাজ চক্রবর্তী বলেন, 'গাড়ির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। এর ফলে প্রায়শই এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই মতো সোদপুর থেকে বারাকপুর পর্যন্ত বিটি রোড সম্প্রসারণ নিয়ে এদিন পূর্ত দফতরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে আলোচনা হয়। রাজ চক্রবর্তীর বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই হয়তো এই মর্মে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে।

এবার এক ডাকে অভিষেক

অরিজিৎ মন্ডল : এবার এক ডাকে অভিষেক কর্মসূচির মাধ্যমে বাজিমাত করতে চান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত ১৮ জুন পৈলানে নিঃশব্দ বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এক ডাকে অভিষেকের শুভ সূচনা করেন ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেখানে একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করা হয় ৭৮৮৭৭৭৮৮৭। সরাসরি সংসদকে ফোন করে কোনও মানুষের অভাব অভিযোগ চাওয়া পাওয়া সব কিছুই জানাতে পারেন তারা।

আর এই কর্মসূচির শুভ সূচনা হওয়ার পরেই ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে। দলীয় সূত্র জানা যায় জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের ব্লক এলাকার এমন দশটি বাড়িকে নির্বাচন করছেন যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। তাদের বাড়িতে যাচ্ছেন এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেল্পলাইন নম্বর তাদের হাতে তুলে দিয়ে আসছেন যাতে তারা সরাসরি ফোন করে সাংসদকে জানাতে পারে তাদের অভাব অভিযোগ। প্রসঙ্গত ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকের সরিষা অঞ্চলের কামারপোল, নবাসন, কলাগাছিয়া সহ একাধিক এলাকায় সরিষার অবজারভার শামীম আহমেদের নেতৃত্বে ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন সহ দলীয় নেতৃত্বদের সাথে নিয়ে এদিন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যান এবং তাদের হাতে সংসদের হেল্পলাইন নম্বর তুলে দিয়ে আসেন। এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন বলেন,

আমরা সাংসদের নির্দেশ পালন করছি, তিনি যেমনটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেই মতোই আমরা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে এই হেল্পলাইন নাম্বার পৌঁছে দিচ্ছি। যাতে মানুষ সরাসরি তাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে পারেন তাকে। তবে অনেক রাজনীতিবিদ মনে করছেন দিদিকে বলো কর্মসূচির এক অন্যরূপ এক ডাকে অভিষেক। বারে বারে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড মডেলকে নিয়ে তুলে ধরেছেন প্রত্যেকের সামনে কোভিডের সময় এক দিনে পঞ্চাশ হাজার টেষ্ট করে সারা ভারতের মধ্যে রেকর্ড করেছিলেন তিনি আর এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আবারো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাজিমাত করতে চান নিজের বিধানসভায়। আর তাই অনেকেই বলছেন নির্বাচনের আগে এক প্রস্থ প্রচার কর্মসূচি এর মাধ্যমে সেরে ফেলছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ

স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলা স্তরে সামগ্রিক বিচারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ এলাকার স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নির্মল বিদ্যালয়ের শিরোপা পেলো সাগর ব্লকের রুদ্র নগর গ্রামের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি শুধু পড়াশুনায় নয় বিদ্যালয়ে পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার, হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা,এই সমস্ত কিছু সঠিক ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও রক্ষণাবেক্ষণ। কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে সুস্থ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষায় শিশু সংসদ দ্বারা কিচেন গার্ডেন সহ পচনশীল, অপচনশীল ও অন্যান্য বিপজ্জনক আবর্জনা আলাদা ভাবে সংরক্ষণ সহ ওয়েষ্টম্যানেজম্যান্ট, রিসাইকেলিং, বৃষ্টির জল ধরে ব্যবহার ও ভূর্গভস্থকরণ, প্লাস্টিক বর্জন পরিবেশে সকলকে সচেতন করা সর্বোপরি দূষণ মুক্ত নির্মল পরিবেশ রচনায় এল এই শিরোপা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন, স্বচ্ছতা রক্ষায় বিদ্যালয়টি জেলায় স্বচ্ছ

বিদ্যালয় পুরস্কার পাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে বিদ্যালয়টি রাজ্যস্তরে রাজ্য পর্যায়ের পুরস্কার এর জন্যে মনোনীত হয়েছে ও পরিদর্শন হয়েছে। আশা করছি সেখানেও সামগ্রিক বিষয়ে স্থানাধিকারী হবো। আগামী দিনে সকলকে সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষায় আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বৃক্ষ রোপন করে পরিবেশ রক্ষায় আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

আরপিএফ–এর বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে অমৃত কা আজাদি কর্মসূচিতে মঙ্গলবার করেছিল তাদের জন্যই মূলত এই কর্মসূচি। বিভিন্ন স্টেশনে তারা পরিক্রমা করে আগামী ১৪

ক্যানিংয়ে আসেন শিয়ালদহ আরপিএফ–এর একটি দল। মূলত চারটি ভাগে ভাগ হয়ে শিয়ালদহ শাখার বিভিন্ন স্টেশন গুলিতে পৌঁছান তাঁরা। মোটরসাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন স্টেশনগুলোতে আসেন। এদিন ক্যানিংয়ে একটি দল যখন উপস্থিত হয় তখন তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ক্যানিং ষ্টেশন আরপিএফ এর পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং আরপিএফ আউট পোষ্টের আধিকারিক পঙ্কজ কুমার,এন কে পান্ডে,এ কে রাম,ইউ কে রায় সহ অন্যান্যরা । মূলত স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে যে সমস্ত ভারত মাতার বীর সন্তানরা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করে ভারতকে স্বাধীন অগাস্ট বিহারের চম্পারণ যাবেন। এই চম্পারণ থেকেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন মহাত্মা গান্ধি। চম্পারণে গান্ধির মূর্তিতে মালা দিয়ে তারপর তারা পৌঁছাবেন লালকেল্লায়। এ বিষয়ে আরপিএফের ইন্সপেক্টর বিজয় তিওয়ারি বলেন, সাধারণ মানুষ অনেকেই জানেই না যে কীভাবে ভারতের সেনারা যুদ্ধের সময় নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন। সেই সমস্ত মানুষদেরকে স্বাধীনতার ৭৫ বছর ধরে আরো আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়াই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। মূলত ১৫ আগস্ট আমরা দিল্লির লালকেল্লার প্যালেট গ্রাউন্ড–এ অংশগ্রহণ করব বিভিন্ন স্টেশন ঘুরে ঘুরে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ৯ জুলাই – ১৫ জুলাই, ২০২২

ইতিহাসের পুর্নলিখন

ইতিহাসের স্বচ্ছতার পাশাপাশি মোহমুক্ত ভাবনায় যে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত জরুরি। সম্প্রতি ইতিহাসের পুর্নলিখন নিয়ে ভারতে রাজনৈতি ভাবনা চলছে। নাম পরিবর্তন থেকে পুরোন সৌধের পুরাতাত্ত্বিক অনুষ্ঠান নিয়ে। বাস্তব ক্ষেত্রে যুগে যুগে শাসকদের হাতে পরে বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ভাবনা কাজ করেছে। অতীত দিনে বৈদেশিক আক্রমণে ভারতের অজস্র মঠ মন্দির লুট ধ্বংসই নয়, নামকরণের প্রচলনও উল্লেখ যোগ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলেও ধনসম্পদ লুটের সঙ্গে নাম পরিবর্তনের ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল। সে সবই আজও বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও কখনও রাজনৈতিক বাতাসে যে সব সত্য কিছুটা নাড়াচাড়া হলেও আইন আদলতের ধাক্কায় স্তিমিত হয়ে যায়। দেশ ভাগের পর এদেশে যে সব রাজনৈতিক দল কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে শাসন করেছে সেখানেও দেখা গেছে পরিবার তন্ত্রের প্রচারের ঝোঁক, প্রকল্প পরিকল্পনায় নাম করণের বৈসাদৃশ্যের বাড়াবাড়ি। এমন কী নিজের নামেই শাসকরা অনেক কীর্তিকলাপ জীবিত অবস্থায় স্থাপন করে থাকেন অতীত দিনের সম্রাট রাজাদের মতো।

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস পুর্নলেখনের সূত্রপাত হোক দেশভাগের নেপথ্য ইতিহাস নিয়ে। যে ইতিহাস দেশবাসীর কাছে আজও আড়ালে। আজাদ হিন্দের সেনানীদের বিচার পর্ব জুড়ে দেশে যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল তখন যে পরিবেশ কাদের কূটনৈতিক চালে জাতি দাঙ্গায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল যে সত্য সামনে আসা প্রয়োজন। যদিও ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কেন আজাদ হিন্দ এর শহীদদের রক্ত মাখা ব্রিটিশ কমান্ডার মাউন্ট ব্যাটেনের হাত ধরে দ্রুত দেশভাগের ব্যাখ্যা করলেন আর কেনই বা ব্রিটেনের শাসননীতি নাগরিকদের গ্রহণ করে রাখলেন তা সামনে আসা জরুরি। দেশভাগের সমস্ত নথিপত্র প্রকাশে ভারত সরকারের অনীহা কিংবা আজও কমন ওয়েলথ এ ভারতের থাকার কারণ কী তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। স্বাধীনতা শব্দের পরিবর্তে ব্রিটিশের ডোমিনিয়ন ভারত ও পাকিস্তান হয়েছিল কেন তা আজও ইতিহাসের আলোকে অস্পষ্ট। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি চোদ্দটি রাষ্ট্রে সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধী সনদে ভারত কেন সই করে দিল তা দেশবাসীর কাছে কোন দিন জানান হল না। জওহরলাল নেহেরুর আমলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে মিথ্যাচার হয়েছিল 'কংগ্রেস মুক্ত' ভারতের স্বপ্ন দেখা প্রধান মন্ত্রী সেখান থেকে একটুও সরলেন না কেন? তিনি 'কংগ্রেস ভক্ত' হয়ে প্যাটেল মূর্তি করলেন কিন্তু যে প্যাটেল নেহেরু নেতাজির চরিত্র হননে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন তাদের প্রতি অনুরক্ত রইলেন। নির্বাচিত নেতাজি ফাইল প্রকাশ করা হল অথচ সেই ফাইলগুলিতে প্রতি মিথ্যাচার অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী অগ্রাহ্য করলেন অথচ তিনিই একদা জানিয়ে ছিলেন ইতিহাসের দম আটকে রাখা উচিত নয়। ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রভাব ১৯৪২-৪৩ এই শেষ হয়ে গিয়েছিল অথচ অহিংস ম্যাজিকে 'দেশ স্বাধীন' এর প্রচার আজও অব্যাহত। এমন ধারার অজস্র ঐতিহাসিক সত্যকে যথাযথ ভাবে সত্যের আলোকে তুলে আনা জরুরি। রাজনৈতিক রঙে যতটুকু জরুরি শুধু সেই টুকুকেই মান্যতা দেবার মানসিকতা বিকৃত ইতিহাসের আবর্তন ছাড়া কিছু নয়। দেশের মানুষ তাঁদের শিকড়কে যাতে সঠিকভাবে চিনতে জানতে ও বুঝতে শেখে এবং যে শিক্ষায় দেশের কর্মকাণ্ডে নিজেদের সমর্পণ করতে পারে, সামিল করতে পারে সে জন্যই ইতিহাসের সঠিক লিখন প্রয়োজন। বামপন্থী, ডানপন্থী, দলপন্থী কিংবা পরিবার পন্থী ঐতিহাসিকদের মানসিকতায় নয়, প্রকৃত সত্যান্বেষীর কলমে উঠে আসুক অতীত, বর্তমান ও আগামীর ইতিহাস।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

ভগবানরূপে তাঁর স্বরূপ। তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি রূপ হচ্ছে তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল আবরণ। আত্ম উপলব্ধির সকাম কর্ম বা কর্মকাণ্ডের পন্থা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার নিম্নতম স্তর। যে মাত্র এই প্রকার কার্যকলাপ বেদের বিধি-নিষেধ থেকে সামান্য বিচ্যুত হয়, তখন সেগুলি ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই মায়াবদ্ধ জীব সেই রকম বিকর্ম অনুষ্ঠান করে

ফেসবুক বার্তা

মূর্তিটির নাম নাইফ এঞ্জেল

লন্ডনে অবস্থিত এই মূর্তিটি কোন সাধারণ মূর্তি নয়, এটি বানানো হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক চাকু দিয়ে, যে চাকু গুলো দিয়ে কখনো না কখনো কাউকে হত্যা করা হয়েছিল। এর মধ্যে কিছু চাকুর গায়ে রক্তের দাগ এখনোও লেগে আছে ।

মধুকবির শেষ পদচিহ্ন আলিপুরের বুকে

অবশেষ দাস

পর্ব–২

টুমটুমে আলোর মতো ক্ষীণকায়া হয়ে যাচ্ছে, এই মহাজ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব। অথচ অমন অপ্রতিরোধ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই প্রতিভার বন্দনা প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে বিশ্বাস করি।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের অন্তিম দিন। তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি অত্যন্ত করুণভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনের অজস্র অধ্যায়ের কথা বলতে বলতে গেলে বিভিন্ন স্থানের কথা উঠে আসে। আলিপুরের কথা তেমনভাবে উঠে আসে না। ইতিহাসের আলো আঁধারিতে আলিপুরের নাম যে কতভাবে উঠে এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাপরিক্রমার পূর্ণাবসান এই আলিপুরে, গৌরবময় ইতিহাসের এই আন্তরিক দায়িত্ববোধ আলিপুরের মাটিকে আলাদা সম্ভ্রম ও মর্যাদা দিতে বাধ্য।

মধুকবির বার্ধক্যের একখণ্ড বারাণসী এই আলিপুর, কবির চির শান্তিযাত্রার শুভ সূচনা এই আলিপুর। খুব সচেতন ভাবেই বলব, কবির শেষ নিঃশ্বাস আঁচল ভরে নিতে পেরে আলিপুর ধন্য হয়েছে, গর্বিত হয়েছে। আলিপুরের আত্মভূমি দুঃখ ও হতাশা, সাফল্য ও ব্যর্থতায় কম রক্তাক্ত হয়নি। সেখানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাপরিক্রমার শেষ পদচিহ্ন বুকে নিয়ে আলিপুর অমৃতকুম্ভের সোপান হয়ে উঠেছে। এই আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি কোন পথে এলেন?

যশোর থেকে কলকাতা কিংবা কলকাতা থেকে যশোর, এই পথ কবির জীবনে বেশ আপনজনেষু হয়ে ধরা ছিল। মাদ্রাজ, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স তাঁর মহাজীবনের পরিক্রমায় উল্লেখযোগ্য ভরকেন্দ্র হয়ে ধরা দিয়েছে। সে ইতিহাস নিতান্ত ছোট নয়। বিদেশ থেকে ব্যর্থ পরিতাপে তিনি স্বদেশে ফিরেছেন। দীর্ঘদিন মাদ্রাজে থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন নদীর অভিমুখ বড় দুঃসময়ে তিনি কলকাতার দিকে ঘুরিয়ে এনেছেন। সেই বৃত্তান্তটিও একটি সফল উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর পরলোকগমনের সার্ধশতবর্ষের (১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন – ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন) প্রাক্কালে বিষয়টি স্মরণ করবার যৌক্তিকতা আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের দ্বিশতবর্ষ ও পরলোকগমনের সার্ধশতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বিশেষ আয়োজনের প্রস্তুতি চোখে তেমন পড়ছে না। অথচ, বাঙালির সাহিত্যচর্চাকে বিশ্বমানের করে তুলেছিলেন, এই মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই তিনি বাঙালির মনোজগতে যুক্তি ও শৃঙ্খলার নৈকট্য এনেছিলেন। ধ্রুপদী সাহিত্যচর্চায় অন্তরঙ্গ মনোযোগ এনেছিলেন। বাঙালিকে শুধু নয়, ভারতীয় সাহিত্যকে তিনি এক বিশেষ উচ্চতায় স্থাপন করেছিলেন।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। তিনি শুধু নন, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটার জীবনেও নেমে আসে জীবনের রাজপথ থেকে বেরিয়ে মৃত্যুর দরজায় প্রবেশ করার আমন্ত্রণ। কতই বা বয়স তাঁদের। জীবনের কতটুকুইবা তাঁরা দেখেছেন। ভাবতে কষ্ট হলেও এটাই সত্য যে হেনরিয়েটা মাত্র সাঁইত্রিশ বছর কয়েকমাস বয়সে কবির আগেই চলে গেলেন। হাতেগোনা ঠিক তিনদিন পরেই চলে গেলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চিরকালের কীর্তিমান কবি, বিস্ময়ের বিস্ময় প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়েছিল (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ), রেবেকা ম্যাকটিভিস নামে এক ইংরেজ কন্যার সঙ্গে। মাত্র আটবছর স্থায়ী হয়েছিল তাঁদের বিবাহিত জীবন। তারমধ্যে কবি মধুসূদন দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছিলেন। বিবাহবিচ্ছেদের কিছুদিন পরেই তিনি এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামে এক ফরাসী তরুণীর সঙ্গে আরও একবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি মধুসূদনকে সারাজীবন সঙ্গ দিয়েছিলেন। এই হেনরিয়েটার অকালপ্রয়াণ মধুসূদনের জীবনাবসানের ঠিক তিন দিন আগে। কাকতালীয়, নাকি এটাই ঈশ্বর চেয়েছিলেন, সে জবাব ঈশ্বরের নিকট পাওয়া যাবে। তবু এমন তরতাজা দুটি প্রাণ শিউলি ফুলের মতো যেন টুপ করে ঝরে গিয়েছিল। মধুসূদন ছিলেন, অমিতব্যয়ী। তাঁর খরচের কোনও বাপ-মা ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। তীব্র অর্থাভাবে কোনোদিক থেকে তিনি ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। স্বয়ং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে অনেকেই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মধুকবির প্রতিভার পৌরোহিত্য ততদিনে মধ্যগগনের সূর্যের মতো তেজোদীপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর জীবন প্রদীপের সলতে নিভে যাওয়ার জন্যে যেন প্রতীক্ষা শুরু করেছে। তিনি চাইলেও প্রদীপ যেন আর জ্বলতে চাইছে না। নিয়মনীতি মদ্যপান, অনিয়মিত চিকিৎসা, নিজের ওপর অত্যাচারের ভার তাঁর শরীর আর বহন করতে পারছিল না। কপর্দক শূন্য কবি মধুসূদন শেষ জীবনে উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বাস করতেন। মধুসূদন দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাওড়ার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস বসাক একাধিক বার উত্তরপাড়ায় এসে মধুকবিকে দেখে যেতেন। তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, মধুকে দেখতে যখন শেষবার উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগারের কক্ষে যাই, তখন আমি যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখতে পাই, তা কখনো ভুলতে পারবো না। সে সেখানে গিয়েছিল হাওয়া বদল করতে। সে তখন বিছানায় রোগ যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিলো। মুখ দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিলো। আর তার স্ত্রী তখন দারুণ জ্বরে মেঝেতে পড়েছিলো। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মধু একটুখানি উঠে বসলো। কেঁদে ফেললো তারপর। স্ত্রীর করুণ অবস্থা তাঁর পৌরুষকে আহত করেছিলো। নিজের কষ্ট এবং বেদনা সে তোয়াক্কা করেনি। সে যা বললো, তা হলো 'afflictions in battalions'। আমি নুয়ে তার স্ত্রীর নাড়ী এবং কপালে হাত দিয়ে তাঁর উত্তাপ দেখলাম। তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিম্নকণ্ঠে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমাকে দেখতে হবে না, ওঁকে দেখুন, ওঁর পরিচর্যা করুন। মৃত্যুকে আমি পরোয়া করিনে।

সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে হাওড়ার উত্তরপাড়া থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবার পরিকল্পনা করলেন, গৌরদাস বসাক। বাল্যবন্ধুর মধুসূদনের সপত্নীক এই আশঙ্কাজনক অবস্থা তিনি কিছুতেই মানতে পারলেন না। জানা গেল, মধুসূদন নিজেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। শেষমেষ প্রচণ্ড অসুস্থ শরীরে জলপথে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন। মতান্তরে ২০ জুন। কলকাতায় ফিরে চৌরঙ্গীর লিন্ডসে স্ট্রিটে নিকট আত্মীয়ের বাড়ি ঠাঁই পেলেন, হেনরিয়েটা। মধুসূদনের থাকার কোনও জায়গা ছিল না। এন্টালির বাড়ি তিনি আগেই ছেড়ে গিয়েছিলেন। নানান টালবাহানা পেরিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে জায়গা পেলেন। সাধারণের প্রবেশ বেশ কঠিন ছিল, এই হাসপাতালে। মধুসূদনের সাহেবি পরিচয়ের বদান্যতায় এই হাসপাতালে ভর্তি হবার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর শরীর চিকিৎসায় ভাল সাড়া দিলেও অবনতির পারদ ক্রমে দুর্ভাগ্যের দিকে দৌড়তে শুরু করে। গলার অসুখ কিংবা প্লীহা কিছুটা সামাল দেওয়া গেলেও যকৃতের সিরোসিসের সংক্রমণ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। হৃদরোগের উপসর্গ বেশ প্রকটভাবে ঘনীভূত হয়েছিল। ফলে শেষরক্ষা আর সম্ভব হল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জীবন প্রদীপের তেল ফুরিয়েছে, তারপরেও তিনি আশাবাদী ছিলেন, নতুন ভাবে জীবনের উপকূলে প্রত্যাবর্তন করবার তাগিদে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। নতুন করে সবকিছু শুরু করবার স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম লগ্নেও তিনি ধার করেছেন, নিজের জন্য নয়, অন্যের কাছে ধার নিয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা বশত শুশ্রুষাকারিণী নার্সকে বকশিশ দিয়েছেন। বিপন্ন অবস্থাতেও কবি আপন স্বভাব ও রুচি থেকে কখনও সরে দাঁড়াননি। তিনি ঋণ করেছেন, যিনি দিতে পারবেন, তাঁর কাছ থেকে। আর সংসারে যাদের দেওয়া দরকার তিনি চিরকাল উদার হস্তে তাদের দিয়ে গেছেন, কখনও কোনও অবস্থাতেই তিনি বিচলিত হননি।

আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি সপ্তাহখানেকের মতো চিকিৎসাধীন ছিলেন। সঠিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পেলেও তাঁর মনোবল একেবারে ভেঙে যায়, যখন তিনি জানতে পারেন, হেনরিয়েটা মারা গেছেন (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন)। চরম এই দুঃসংবাদ কবিকে কতখানি বিচলিত করেছিল, লিখে বলা যায় না। জীবনের শেষ কটা দিন একসঙ্গে থাকতে পারলে হয়তো তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন। নিজেকে একটু হলেও বোঝাতে পারতেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা শেষবারের মতো কলকাতায় ফেরার পর দুজনকে দু-জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে। হেনরিয়েটার শেষকৃত্য কীভাবে হবে, কোথা থেকে আসবে তার খরচ, এইসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও অসুস্থ কবি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং ভগ্ন-হৃদয়ে জীবনের শেষ পরিণতির চক্রব্যূহ থেকে তিনি যে আর বের হতে পারবেন না, তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। মধুসূদন অল্পবয়সী দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও বড় অশান্তির মধ্যে ছিলেন। আসলে তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি, জীবনের অন্তিম অধ্যায় কী নিষ্ঠুর ভাবে লেখা হয়েছে। কিংবা তিনি নিজের অজান্তে নিজেই লিখেছেন, সেই কঠিন অধ্যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন-মৃত্যুর সমস্ত ব্যবধান ঘটিয়ে যখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন খ্রিষ্ট ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী স্বীকারোক্তি আদায় করবার রীতি তাঁর ক্ষেত্রেও উপেক্ষা করা হয়নি। কিন্তু আপন কর্মফলের জন্যে বিধাতার কাছে তিনি যে মার্জনা চেয়েছিলেন, এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মুখে মুখে এমন কোনও কথাও প্রচারিত হয়নি। তবে তাঁর শেষকৃত্য কীভাবে হবে কিংবা তাঁর শেষকৃত্য নিয়ে বিতর্কের কোনও সূত্রপাত হতে পারে বলে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর সমাধি কোথায় হবে, তা নিয়ে অনেকেই বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। স্বয়ং মধুসূদন গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সত্ত্বেও জানিয়েছিলেন, মানুষের তৈরি চার্চের আমি ধার ধারি নে। আমি আমার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি আমাকে তাঁর সর্বোত্তম বিশ্রামস্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন – আপনাদের দরজার সামনে অথবা গাছতলায়। আমার কঙ্কালগুলোর শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ না করে। আমার কবরের ওপর যেন গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন বেলা দুটো নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য উত্তরাধিকার সূত্রে ততদিনে সাবালক হয়ে উঠেছে। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরও ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে।

মাইকেলের মৃত্যুর পর সম্ভাব্য আশঙ্কা চরমভাবে সত্য হয়ে দেখা দিল। তার শেষ বিদায়ের তৎকালীন খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর সমাধি করবার জায়গাটুকু পর্যন্ত না দেওয়ার তীব্র চক্রান্ত হল। তাঁর মৃত্যুর খবর উল্লেখযোগ্য তেমন কোথাও ছাপা হল না, তিনি যেন অপাঙক্তেয় কেউ। মিশনারীদের সংবাদপত্র ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া তাঁর মৃত্যুর খবর অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করে মর্যাদা দিল, না উপেক্ষা করল বোঝা গেল না। হিন্দুসমাজের কাছ থেকেও তিনি চরম অবহেলা পেলেন। তাঁর অকালমৃত্যু সেই অবহেলা প্রতিরোধ করতে পারেনি। খ্রিষ্টান সমাজের অসযোগিতা ও অনমনীয় মানসিকতার জন্যে কবির মরদেহ দুর্গন্ধে ভরা মর্গে পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল। তিনি সযত্ন আতিথেয়তা মৃত্যুর পরেও পেলেন না। জীবন-সমুদ্র মন্থনে অমৃত ও গরল ঠিক কতখানি উত্থিত হয়, তা কবির মৃত্যু ইতিহাস ঘাঁটলে বেশ উপলব্ধি করা যায়। হিন্দুসমাজের বিরোধিতায় কবি গঙ্গার ঘাটেও আশ্রয় পেলেন না। দন্ডমুণ্ডের কর্তাদের সৌজন্যে গঙ্গার ঘাটে কবির মরদেহ পড়ানোর অমর চেষ্টা করেও সফল হওয়া গেল না। কবি মধুসূদনের মর্গে পচতে থাকা লাঞ্ছিত মরদেহ একজন অসীম সাহসী ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজকের সহায়তায় বিশপের কোনও অনুমতি ছাড়াই সারকুলার রোডের খ্রিস্টান গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। কয়েকদিন পূর্বেই তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটাকেও এই সমাধি-উদ্যানে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। দুজনকে একেবারে পাশাপাশি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হেনরিয়েটার সমাধির পাশেই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে গভীর শান্তিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপরেও বিতর্ক থামেনি, লন্ডনের ইন্ডিয়া কার্যালয়ের গ্রন্থাগারে চার্চের রেজিস্ট্রারে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা সোফিয়ার সমাধিস্থ করার কোনও নথি নেই। অথচ, প্রায় দুইশত বছর ছুঁয়ে যাওয়া পৃথিবীর মানব-হৃদয়ে কবি মধুসূদনের জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আজও পরম অর্থবহ হয়ে জেগে আছে। স্বর্ণাক্ষরে লেখা নাম নয়, তার চেয়েও অমূল্য কোনও বস্তু দিয়ে তাঁর নাম লেখা হয়েছে, বাঙালি জীবনে। ভারতীয় সাহিত্যের কোজাগর-ভূমিতে। তাই, সূর্যোদয়ের আর এক নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

দেশ দেশান্তরে

ইউরোপে শরণার্থী সংকট

প্রণব গুহ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ১৩৫ দিন কেটে গেল। গত ফেব্রুয়ারিতে ইউরোশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ১৩৫ দিন কেটে গেল। গত ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হয়েছে। তার পর থেকে নরক যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে উদ্বাস্তু ইউক্রেন বাসী। জাতিসংঘের মতে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১২ মিলিয়ন মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। ৫ মিলিয়নেরও বেশি ইউক্রেনবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছে। ৭ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। হাজার হাজার শরণার্থী শহর ছেড়ে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ স্থানে সরে গিয়েছে। রাতারাতি বাস্তুভিটে হারিয়ে বৃদ্ধ বাবা, মা, বৌ, সন্তান নিয়ে কিভাবে মানুষ শরণার্থী হয়ে যায় এবং পরের দয়ায় দিনের পর দিন কি যন্ত্রণা নিয়ে কাটতে হয় তা বাঙালি ছাড়া আর কেই বা ভালো বোঝে। উনিশ শতকের ৪৬, ৪৮, ৬২, ৭১-এর ভয়াবহ স্মৃতি আজও আমাদের কান্নায় কণ্ঠরোধ করে দেয়। সে দাঙ্গা, দেশভাগ, যুদ্ধের একটা শেষ ছিল কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শেষ কবে তা কেউ জানে না। পৃথিবীতে এমন কোনও 'বাপের বেটা' নেতা নেই যে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারে, মানবাধিকারের এই ধর্ষণ থামাতে পারে। কেউ ব্যস্ত কূটনৈতিক কৌশলে, কেউ আবার যুদ্ধে যোগায় ইন্ধন। তাই দক্ষিণ এশিয়ার শরণার্থী

সংকট এখন ইউরোপের যন্ত্রণা হয়ে দেখা দিয়েছে।

যুদ্ধ বিদ্ধস্ত ইউক্রেনবাসী এখন শরণার্থী হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পোল্যান্ড সহ ইউরোপীয় দেশগুলিতে। এটি এই মহাদেশের জন্য একটি অভূতপূর্ব উদ্বাস্তু সংকট যা গণতন্ত্রের ভবিষ্যতে খুব খারাপ ছাপ রেখে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরও একটি দেখার বিষয় ইউরোপ এই শরণার্থী সংকট সুচারু রূপে পরিচালনা করতে পারে কিনা। অবশ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন একসাথে পালিয়ে আসা ইউক্রেনীদের জন্য অস্থায়ী সুরক্ষা প্রদানের জন্য আগে কখনও ব্যবহৃত অস্থায়ী সুরক্ষা নির্দেশিকা চালু করতে সম্মত হয়েছে। এই নির্দেশটি ২০০১ সালে যুগোস্লোভিয়া-বসনিয়া যুদ্ধের পর অনুমোদিত হলেও লাগু হয়নি। এই নির্দেশের অধীনে ইউক্রেনীয় শরনার্থীদের কমপক্ষে এক বছরের জন্য ইউরোপীয় ব্লকের মধ্যে থাকার আবাসিক অনুমতি দেওয়া হবে, একটি সময়কাল যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও এক বছরের জন্য বাড়ানো হবে এবং তিন বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে। ইউক্রেনীয় শরণার্থী এবং তাদের আত্মীয়দের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং বাসস্থানের অ্যাক্সেস থাকবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সকল দেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই শরনার্থী ম্যানেজমেন্ট যদি সফল হয় তবে আগামী পৃথিবীতে এটা মডেল হয়ে উঠতে পারে। এর দ্বারা এটাও প্রতিষ্ঠিত হবে যে, কোনো দেশে বাস করা মানুষ শুধু সেই দেশেরই নাগরিক নয়, সে সেই মহাদেশের মনুষ্যসম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। আর এটা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে হয়তো আর মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের মতো বেঘোরে মরতে হবে না, দণ্ডকারণ্য, আন্দামানে গিয়ে জীবনযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতার টানাপোড়েনে কে যে কখন শরণার্থী হয়ে যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পূর্ববঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা কি কখনও ভেবেছিল রাতারাতি তাদের সাধের জন্মভূমি ছেড়ে পথে পথে ঘুরতে হবে। ঠাঁই চাইলে লাঠি গুলি খেতে হবে। ফেব্রুয়ারির আগে কোন ইউক্রেনবাসী শরণার্থী হওয়ার জন্য কি প্রস্তুত ছিল?

আমরা আজ বৃহৎ মানবাধিকারের কথা বলি, কিন্তু ইউরোপের এক প্রান্তে যখন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী তৈরি হচ্ছে, আমরা কি কেউ তাদের সহনাগরিক ভেবে অশ্রুপাত করতে পারছি। কেউ কি আমাদের তাদের জন্য ভাবাতে শেখাচ্ছে। আসলে আমরা আজ সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ও কূটনীতির গণ্ডীতে বন্দী হয়ে পড়েছি। আজ আমরা অন্য রাজ্যের মানুষকে বহিরাগত বলে ব্যঙ্গ করি, পরিযায়ী বলে দেগে দি। এখন আমরা ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে ভালবাসি। বাইরে দাঁড়ানো আর আমাদের হয়ে ওঠে না।

পাঠকের কলমে

সমান্তরাল প্রশাসন

পরিবহন সুদৃঢ় রাখতে তৈরি করা হয়েছিল আরটিএ। আরটিএ পরিবহনের যে ভাড়া নির্ধারণ করে দিত সে ভাড়াই সবাইকে মানতে হয়। পরিবহনের প্রশাসন ব্যবস্থা এই সংস্থাই নিয়ন্ত্রণ করত। সবার উপরে থাকেন পরিবহন মন্ত্রী। কিন্তু তৃণমূলের তুঘলকী রাজত্বে এই দফতর আজ ব্রাত্য হয়ে আছে। যে যেমন ইচ্ছা ভাড়া নিচ্ছে। এ অবস্থায় আরটিএ-র সমান্তরাল প্রশাসন চলছে। এ অবস্থায় পরিবহন দফতর পোষার কোনও প্রয়োজন নেই। পরিবহন দফতর পুষতে সরকারি টাকার অপচয় হচ্ছে। এই অপচয় দূর করতে পরিবহন দফতরটাই তুলে দেওয়া দরকার। বস্তুত ওই দফতরের কোনও কাজই তো আর নেই।

মানসী পাল, বেহালা

বাঁধ ভাঙার জন্যই

নদী বাঁধ তৈরি হয় নদীর জলোচ্ছ্বাস রোধ করতে। কিন্তু বাঁধ যদি জল আটকাতে না পারে তবে ওই বাঁধ নির্মাণ করে কী লাভ? বাঁধ তৈরি করার সময় তো ভাবা উচিত জলের সর্বোচ্চ চাপ কত হতে পারে এবং তা আটকাবার জন্য বাঁধকে কতটা মজবুত করা দরকার। কিন্তু দেখা যায় তৈরি করা বাঁধ শুধুই ভেঙে যায়। তাই প্রশ্ন ওঠে নদী বাঁধের কী প্রয়োজন? নদী বাঁধে কারচুপি থাকে। ভেঙে পড়বার উপযুক্ত যাতে হয় তার দিকেই সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারের নজর থাকে। বাঁধ তৈরি করার শিক্ষালয়ে কি বাঁধ ভাঙার পদ্ধতি শেখানো হয়?

মানস বেরা, ক্যানিং

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ওয়ার্ল্ড জুনসিস ডে'

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ জুলাই বিশ্বজুড়ে পালিত হল ওয়ার্ল্ড জুনসিস ডে'(World Zoonoses Day)। বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম ১৮৮৫ সালের এইদিনে জোসেফ মেইস্টার নামে নয় বছর বয়সী একটি মেষপালক শিশুকে অ্যান্টি

র‍্যাবিস অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক প্রয়োগ করেছিলেন। ওই শিশুটিকে জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত একটি কুকুর কামড়েছিল। চিকিৎসা পরিভাষায় Zoonotic Diseases বলতে বোঝায় নানাপ্রকার জীবজন্তুর শরীর থেকে মানবশরীরে কিংবা বিপরীতভাবে মানবদেহ থেকে জীবজন্তুর শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়া।এই Zoonotic থেকেই Zoonoses কথাটি এসেছে। মহান বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর মানবজাতির কল্যাণে যে যুগান্তকারী ঘটনাটি সেদিন প্রথমবার ঘটিয়েছিলেন সেই মুহূর্তটাকে স্মরণ করে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ওয়ার্ল্ড জুনসিস ডে' পালন করা হয়। দিনটি পালনে পিছিয়ে ছিল না পূর্ব বর্ধমান জেলাও। এদিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বর্ধমান সোসাইটি ফর অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এবং ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যাল লিমিটেড-এর সহযোগিতায় বর্ধমানে বিনামূল্যে একাধিক প্রাণীকে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক মুর্শিদ আলি, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শীর্ষেন্দু সাধু প্রমুখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকবছর আগেও জেলার আনাচকানাচে জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত কুকুর, গোরু সহ বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশু পাওয়া যেত। কিন্তু, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সহ প্রাণীস্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের প্রভূত সচেতনতার কারণে বর্তমানে জলাতঙ্ক রোগাক্রান্তের সংখ্যাটা তলানিতে। এখনতো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পথকুকুরদেরও জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ফলে জলাতঙ্কের কবল থেকে বর্তমানে জেলাবাসী রক্ষা পেয়েছে এটা বলাই যায়। বর্ধমানের উক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা অর্ণব দাস বলেন, এদিনের ক্যাম্প থেকে মোট ১০৪টি কুকুর এবং ২টি বেড়ালকে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। আমরা এভাবে নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকি। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর পাশাপাশি মনুষ্যজাতিও উপকৃত হয়।

সুন্দরবনে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে বসন্তবাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর সেরা বাদাবন, বিশ্বের ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান সুন্দরবন, ৫০ লক্ষ মানুষের বাসভূমি। যার বড় অংশের মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা বলতে বছরে একবার ধান চাষ, অতি ক্ষুদ্র অংশের বাসিন্দা মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত, প্রতিবছর অতি বর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে চাষের ফলে। জীবন জীবিকার সংকট তৈরি হচ্ছে সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে। জমি চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে চাষিরা। কম বেশি আশি শতাংশ মানুষ দিন আনি দিন খাওয়া ,গত দু'বছর করোনা, মহামারী ,লকডাউন এর প্রকোপে অর্থনৈতিকভাবে রাজ্যের মধ্যে সবথেকে বিপন্ন হয়েছে সুন্দরবন এলাকার মানুষ। জীবিকার সন্ধানে বাড়ির পুরুষরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। মহিলারাও বসে নেই। একাংশের মহিলা কলকাতা শহর এবং শহরতলিতে ঝিয়ের কাজের জন্য যাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে পৃথিবীর সেরা বাদাবনের জীব পরিমণ্ডল আজ প্রশ্নবোধক চিহ্নের মুখে। রয়াল বেঙ্গল টাইগার এর বাসভূমি সুন্দরবন। সেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ায়,বনাঞ্চল থেকে খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। ফলে এক শ্রেণীর মানুষ যারা নদীতে মাছ , কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত তারাও আক্রান্ত হচ্ছে, প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সংবাদ আসছে, কিন্তু উপায় নেই,জীবন এখানে অনিদৃষ্ট, মৃত্যু এখানে সূচনাহীন। অস্তিত্ব এখানে বিপন্ন, অরণ্য এখানে জাগ্রত,

সাগর এখানে উদাসীন, তবু এখানে মানুষ থাকে।

প্রত্যহ এই জীবন যন্ত্রণা যারা ভোগ করছে তাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট সমাজকর্মী লোকমান মোল্লা কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর ডক্টর বসন্ত কুমার দাস মহাশয় কে আবেদন করেন, সুন্দরবনবাসীর বিকল্প জীবিকার সংস্থানের জন্য। ডক্টর বসন্ত কুমার দাস আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করে ২হাজার তফসিলি জাতি ,উপজাতি পরিবারকে নিয়ে সুন্দরবনবাসীর জীবন জীবিকার প্রশ্নে নতুন ভাবনা শুরু করেন। বেশ কয়েকজন মৎস্য বিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে ২ হাজার তফসিলি জাতি, উপজাতি পিছিয়ে পড়া পরিবারের মধ্যে কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে গত দু বছরে ৫০০ পরিবারকে পুকুরে জল শোধনের জন্য চুন ,মাছ, ও মাছের খাদ্য ও আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেন। এক বছর পর মৎস্য বিজ্ঞানীদের দিয়ে সমীক্ষা করান বাড়িতে বাড়িতে। কথিত আছে মাছে ভাতে বাঙালির পাতে মাছ না হলে বাঙালির খাওয়ায় মন পোষে না। দেখা যায় সারা বছর পুকুরের মাছ পুষ্টি কর খাদ্য হিসেবে প্রতিটি পরিবার খেয়েছে এবং বিক্রি করে তার থেকে কম বেশি ১৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেছে, সংশ্লিষ্ট বেন ফিশারিদেরকে পুনরায় ৬ কেজি মাছ ও ২ বস্তা খাদ্য কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বেনি ফিশারিদের উদ্দেশ্যে কর্মশালা র মাধ্যমে ডক্টর দাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তৃতীয়বার কোনও সাহায্য দেওয়া যাবে না। নিজেদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিক্রয় থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করে পরবর্তী বছরে আবার নতুন করে মাছ চাষ করতে হবে। এমনভাবেই নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব। এই মুহূর্তে অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাকার ডঃ বসন্ত কুমার দাস বলেন, সুন্দরবন এলাকার তফসিলি জাতি, উপজাতি পরিবারগুলি দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, এখানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কম কেবলমাত্র চাষের কাজ ব্যতীত অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য কাজের ক্ষেত্র নেই বললেই চলে,বেশিরভাগ পরিবারের নিজস্ব ছোট ছোট পুকুর আছে। যা দিয়ে উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে পারলে ,সুন্দরবনের দারিদ্রাসীমার নিচে বসবাসকারী তফসিলি জাতি,উপজাতি পরিবারগুলি কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস গবেষণা সংস্থা এক বছর আগে ৫০০ পরিবারকে নিয়ে শুরু করেছিল। এবারও রঙিন মাছ চাষ সহ ২০০০ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় ২০০০ পরিবারের উপরে প্রাথমিক পর্যায় বিকল্প কর্মসংস্থানের সন্ধানে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে কাজ শুরু হয়েছে ।মানুষকে পদ্ধতিগতভাবে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাছ চাষ সম্পর্কিত সচেতন করা একটি বড় কাজ, সেই কাজটা আমি চেষ্টা করছি। পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করে পরিবার গুলিকে নিয়ে মাছ চাষের এর সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ বিকাশের মাধ্যমে বাড়ির মহিলাদের একদিকে রঙিন মাছ চাষ ,অন্যদিকে হাঁস চাষ সহ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে পারলে ,সুন্দরবনের দুঃস্থ পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করা সম্ভব। আমাদের সংস্থা সিফরি মূলত গবেষণা নির্ভর ,এতকিছু সত্ত্বেও সুন্দরবন এলাকার অসহায় দুঃস্থ তপসিলি জাতি, উপজাতি পরিবারগুলি জন্য আমরা স্বল্পপরিসরে একটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, প্রকল্পের বাস্তবতা মেনে আমাদের বিজ্ঞানীগণ মৎস চাষীদের সাহায্য করছে, বাস্তবায়িত হলে আগামী দিনে সুন্দরবনের অর্থ সামাজিক পরিকল্পনা উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি হবে এ কথা অনস্বীকার্য।

গ্রামে গ্রামে সম্পর্ক কর্মসূচি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রামের মানুষদের সুবিধার জন্য এবার থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে থানা চলে আসছে গ্রামের ভিতর সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিতে ও সমাধান করতে। আর এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে সম্পর্ক। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে কাজ শুরু হয়ে গেছে প্রতিটা থানা এলাকায়। গত সপ্তাহের খাকুড়দহের পর এ সপ্তাহের মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের কেওড়াতলা গ্রামে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উপস্থিতিতে জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জী সম্পর্ক

শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এ দিন তিনি এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের সমস্যা শোনেন এবং অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। রাজ্য সরকারের এই ধরনের উদ্যোগে খুশি গ্রামের মানুষজন। কারণ থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে সময় ও পয়সা দুটোই লাগে আর সেই টাই সাশ্রয় হবে এখন থেকে সরকারের এই উদ্যোগে। এদিন জমি জমা, মারপিটের সমস্যা সহ একাধিক সমস্যায় বেশ কিছু অভিযোগ দায়ের হয় এবং বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয় এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে। আগামী দিনে অন্যান্য গ্রামে ও এই শিবির হবে বলে জয়নগর থানা সূত্রে জানা গেল। এদিনের এই শিবিরে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা, এ এস আই প্রবীর বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

পরিবেশ বান্ধব গাড়ি বন্টন

প্রিয় মুখার্জী : পরিবেশকে ভালো রাখতে হবে। পরিবেশ ভালো না রাখলে জীবন সুস্থ থাকবে না। এটা সবাই বুঝেছি। গ্রিন ট্রাইব্যুনাল অনেক অর্ডার দেয়। বাস্তবে রূপ দিতে হবে সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশ বান্ধব গড়ে তুলতে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছেন। বাস্তব রূপ দিচ্ছেন মানুষ। নির্মল বন্ধু রা ব্যাটারি চালিত গাড়ি করে বাড়ির বর্জ্য সংগ্রহ করে পৃথকীকরণ করবেন। নববারাকপুর শহরকে সুস্থ সুন্দর পরিচ্ছন্ন করবেন। ব্যাটারি অপারেটেড গাড়িতে করে বর্জ্য পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন নির্মল বন্ধুরা। অত্যন্ত ভালো কাজ। সেই কাজটাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে নববারাকপুর পুরসভা। বুধবার সন্ধ্যায় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহ পার্শ্বস্থ অস্থায়ী মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির আর্থিক সহায়তা নববারাকপুর পুরসভার ২০ টি ওয়ার্ডের নির্মল বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি বন্টন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কথা গুলি বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী বলেন, শহরকে ভালো রাখতে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০টি ওয়ার্ডে ব্যাটারি চালিত গাড়ি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করে পচনশীল ও অপচনশীল পৃথকীকরণ করবেন। ওয়ার্ডেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। পুরসভার পাশে থেকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করা যায়। সেটাই করতে চাই। করছিও। বিধায়ক হিসেবে এটা কর্তব্য। বড় কিছু করছি সেরকম নয়। পরিবেশ

বান্ধব প্রয়োজন আছে। ২০ টি ওয়ার্ডে ৫০ টি ব্যাটারি চালিত গাড়ি নির্মল বন্ধু রা বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করে পৃথকীকরণ করবেন। পুরসভার ভালো দিক। সমন্বয় রেখে কাজ করছে। নববারাকপুর পুরসভা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। অনন্য ভূমিকা তৈরি করেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনাকালে প্রোটোকল মেনে ভ্যাকসিন দেওয়া থেকে খাবার পৌঁছে দেওয়া মহিলা পুরুষদের আলাদা সেফহোমে থাকবার ব্যবস্থা। অনেক ভালো কাজ করছেন। ছোট পুরসভা অত্যন্ত বড় ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন, লক্ষ্য দূষণ মুক্ত শহর গড়ে তোলা। লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক নির্দেশে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির আর্থিক সহযোগিতায় বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ বান্ধব ৫০ টি ব্যাটারি চালিত গাড়ি বন্টন করা হল। মাথা পিছু গাড়ির দাম ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬০০টাকা। মোট খরচ ৮৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল এর গাইড লাইন মেনে বেশ কিছু অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মেশিন কমপেকটর জেসিপি কেনবার পরিকল্পনা রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার একমাত্র পুরসভা নববারাকপুর পুরসভা ডেঙ্গু মুক্ত। জেলাশাসক প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। এটা বড় প্রাপ্তি। শহরের সুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুস্থ পরিকাঠামোর সাথে এগিয়ে নিয়ে যাব। শহরে ৭৫ মাইক্রোনের নীচে প্লাস্টিক ও থার্মোকল নিষিদ্ধ । এদিন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নির্মল বন্ধুদের হাতে ব্যাটারি চালিত গাড়ির চাবি তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুরদলনেতা ডাঃ স্থানীয় কাউন্সিলর নির্মিকা বাগচী, কৃষ্ণা বোস, জয়গোপাল ভট্টাচার্য, সুদীপ ঘোষ, দেবাশিস মিত্র, হৃষিকেশ রায়, পংকজ কুমার অধিকারী, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। পরিবেশ কর্মী এবং নির্মল বন্ধু ও নির্মল সাথীরা। এদিন সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিন্দুদের আরাধ্যা দেবী মা কালী ও মা তারাকে নিয়ে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার তারাপীঠে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সাংসদের কুশপুতুল দাহ করা হয়। বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো,বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা, জেলা যুব মোর্চা সভাপতি অনুপকুমার মাল সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

আমতলার র‍্যালীতে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ জুলাই বিজেপির ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলার আমতলা কন্যানগর থেকে বিষ্ণুপুর থানা পর্যন্ত একটি র‍্যালী হয়। মোদিজীর ভারত সরকারের ৮ বছরের সেবা সুশাসন, গরিব কল্যাণ যোজনা প্রকল্পের প্রচারে এই র‍্যালী হয়। র‍্যালীতে অংশ নেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা ও বিধায়ক অগ্নিমিত্র পল, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু প্রমুখ। অগ্নিমিত্রা পল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

বলেন, বাংলা তথা এই সাতগাছিয়া বিধানসভায় শাসকের সন্ত্রাস চলছে। পুলিশ বলে এই রাজ্যে কিছু নেই সবই তৃণমূলের উইংস। ভোট পরবর্তী হিংসা এখন প্রচুর কার্যকর্তা ঘর ছাড়া আছেন।

গত ৩ জুলাই দক্ষিণ শহরতলির কালীনগর সাবমেরিন মহিলা সমিতি তাদের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করল। অতিথি হিসাবে ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র। অরূপ চ্যাটার্জী, বাসুদেব কাবড়ী, পুলিশ অধিকারিক রাহুল মণ্ডল প্রমুখ। নৃত্য আবৃত্তি, সঙ্গীতের মাধ্যমে কেক কেটে উদযাপন করা হয় দিনটি। সঙ্গীত পরিবেশন করে জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মৃত্তিকা গোষ্ঠী।

খুন স্ত্রী, গণপিটুনিতে মৃত্যু স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তেসরা জুলাই দুপুরে চন্দ্রপাড়া গ্রামের বেলচা দিয়ে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠে স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম সোনামণি সোরেন। উত্তেজিত জনতা স্বামীকে ধরে শুরু করে গণপিটুনি। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে মারা যায় স্বামী সামু মুর্মু। গ্রামে চলছে পুলিশি টহল। চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মুরারই থানার পুলিশ। ধৃতরা হলো – সুশীল সোরেন,বাবুধন কিসকু,গৌর সোরেন,লক্ষ্মীরাম সোরেন।

রথ ঘিরে ভক্ত ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহাসমারোহে হেতমপুর রাজ পরিবারের রথযাত্রা উৎসব পালিত হল । বসেছে গ্রামীণ মেলাও। উৎসবকে কেন্দ্র করে ভক্ত সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকালে রথ বেড়িয়ে হেতমপুর গ্রাম পরিক্রমা করে পুনরায় ফিরে যায়। প্রতি বছর আশ্রমের রথে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামকে বসিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গন হতে বেরিয়ে সড়ক হয়ে হেতমপুর গ্রাম পরিক্রমা করে। করোনা পরিস্থিতির জন্য ২০২০ এবং ২০২১ সালে হেতমপুর রাজ পরিবারের রথ বের হয় নি। দুইবছর পর আবার স্বমহিমায় হেতমপুর রাজ পরিবারের রথ। দুইবছর পর রথ ঘিরে ভক্তদের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিকালে দুবরাজপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের রথ আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে। রথ উপলক্ষে সাঁইথিয়া নন্দকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে বসেছে মেলা।

ওঝার দাপটে মৃত্যু শিশুকন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালাজ সাপের কামড় আর ওঝা–গুণীনের দাপটে মৃত্যু হল এক শিশু কন্যার। মৃতের নাম রীতু বর্মন (৩)। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত জোতিষপুর পঞ্চায়েতের জয়গোপালপুর নতুনহাট সংলগ্ন ২ নম্বর রাণীগড় গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো রাতের খাবার খেয়ে বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ বাবা, মায়ের সাথে একই বিছানায় ঘুমিয়েছিলো ওই শিশুকন্যা। যদি সকলের অলক্ষ্যে অনেক আগেই বিছানায় গিয়ে লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো একটি সাড়ে তিন ফুট দৈর্ঘের পূর্ণবয়স্ক কালাজ সাপ। রাতেই বিছানার মধ্যে আচমকা ওই শিশুকে কামড় দেয়। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ পেটে ব্যাথা অনুভব করতে থাকে। বাবা জয়দেব ও মা সুদীপা বর্মনকে ডেকে তোলে। এরপর ওই দম্পতি বিছানার মধ্যে একটি কালাজ সাপ দেখতে পায়। তড়িঘড়ি সাপটিকে মেরে ফেলে মোবাইল ফোনে ছবি তোলেন। এরপর ওই শিশুকন্যাকে স্থানীয় এক ওঝাগুণীনের কাছে নিয়ে যায় ঝাড়ফুঁক করার জন্য। সেখানে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, সেখান থেকে রাত তিনটে বেজে ১৫ মিনিটে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে কালাজ সাপে কামড়ানো ঘটনার কথা ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে জানতে পারেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় ও ডাঃ রণবীর মজুমদার। এমন খবর শুনে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ন্যায় সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ত্রিশটি এভিএস মজুত করে, হাসপাতালের সিসিইউতে একটি বেড জরুরী ভিত্তিতে তৈরী রাখেন।

অন্যদিকে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় বাসন্তী হাসপাতাল থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ততক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ওঝা–গুণীনের দাপট আর অযথা সময় নষ্ট করার মাশুল গুণতে হয় বর্মন দম্পতির। চিকিৎসকদের সমস্ত রকম চিকিৎসা উপেক্ষা করে মৃত্যু হয় ওই শিশু কন্যার। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন 'সঠিক সময়ে হাসপাতালে আনলে ওই শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হতো। বাসন্তী হাসপাতালের চিকিৎসকরাও চিকিৎসা করার সময় পাননি।

মোছাবে কে

প্রথম পাতার পর

জল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে দূষণের মাত্রা ছাড়িয়েছে সহ্যের সীমা। গঙ্গার পাড় সাজলেও আদিগঙ্গার পাড় থেকে যায় জবরদখলকারীদের দখলে। রাজনীতির অঙ্কের হিসাবে গঙ্গার দূষণ তাই এক বিষম সমস্যা। কলকাতার গঙ্গো অমৃত সমান। এখানে বৃষ্টি হলে জল জমে। জমা জলে জন্ম নেওয়া মশককূল প্রাণ নেয় কলকাতাবাসীর। কিন্তু খোলা বিদ্যুৎ নেমেছে জমা জলে তাদের রাজত্ব কায়েম করতে। কলকাতার রাস্তা কাঁপাচ্ছে পুলিশ সার্জেন্টরা। কারোর দিকে এগোলে বুক কাঁপে থরথর। কিন্তু মা–এর উপরে ঘুড়ির সুতোর কাছে এরা অসহায়। পুরসভার নাকি ভাঁড়ে মা ভবানী। মাইনে দিতেই হিমসিম তারা। পেনশনভোগীরা বিক্ষোভে সামিল। এমন নড়বড়ে পুরসভা নিয়েই 'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে'। তবুও তো সে বিশ্ব বাংলার রাজধানী, কল্লোলিনী। তাকে নিয়ে নিন্দা করে বেড়ানো একান্তই বাতুলতা। কারণ কল্লোলিনীর কান্না মোছাবার লোক নেই এই বৃদ্ধ শহরে।

শুরু উইনার্স টিমের নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় দুমাস আগে কাজ শুরু করেছিল বারুইপুর পুলিশ জেলার শহর তলিতে মহিলা উইনার্স টিম। স্কুল, কলেজ, শপিং মল সহ জনবহুল এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকছে স্কুটি করে কালো পোশাকের এই মহিলা উইনার্স টিম। এক কথায় মহিলা বাইক স্কোয়াড। বারুইপুর পুলিশ জেলার সোনারপুর,বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর ও জয়নগরে কাজ করছে এই মহিলা উইনার্স টিম। শুক্রবার বিকালে এই টিম স্কুটি নিয়ে জয়নগর মজিলপুর টাউন এলাকার বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালালো। এদিন এই টিমের সাথে ছিলেন জয়নগর থানার এ এস আই অরুণ বিশ্বাস। মূলত মুখ্যমন্ত্রী নারী নিরাপত্তার জন্য মহিলা উইনার্স টিম গঠনের উপর জোর দিয়েছেন। আর সেই লক্ষ্যেই এই টিম কাজ করছে।জানা গিয়েছে, ২২ জনের এই টিম নিয়ে এই মহিলা উইনার্স টিম গঠিত। এলাকার নারী নিরাপত্তার দিকেই নজরদারিই এদের মূল কাজ।

বারাসতে স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত যশোর রোড ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে রবিবার প্রথম বর্ষের স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব পালিত হয়। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শ্রীমৎ স্বামী অঘোরাত্মানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন ৭৮ বছরের 'ও' নেগেটিভ রক্তদাতা সুব্রত গুহ; বিশিষ্ট সমাজসেবী দিলীপ মজুমদার, ডা. সুজন মণ্ডল, সমিতির সভাপতি তপন পাল, সম্পাদক অরুণ নন্দীসহ বিভিন্ন চিকিৎসক ও আধিকারিকবৃন্দ। এদিনের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ২০ জন মহিলাসহ মোট ৭০ জন রক্তদান করেন। সমস্ত রক্তই বারাসত জেলা হাসপাতাল সংগ্রহ করে বলে সংশ্লিষ্ট সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

মহানগরে

ফোন হ্যাক করে অশ্লীল মেসেজে টাকার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক মহিলার মোবাইল ফোন নম্বর হ্যাক করে তাঁর বিরুদ্ধে নানান চক্রান্ত শুরু করেছে এক প্রতারণা চক্র। গীতাঞ্জলি সেন নামে ওই মহিলা পেশায় একজন সাংবাদিক। তিনি দমদম নাগেরবাজার থানা এলাকার বাপুজি কলোনি কলকাতা আঠাশের বাসিন্দা। তার থেকে টাকা হাতানোর জন্য নানা কৌশল

অবলম্বন করেছে ওই প্রতারণা চক্র। এমন কী তার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মোবাইলে ওই সাংবাদিকের ছবি দিয়ে অশ্লীল মেসেজ হোয়াটস অ্যাপ করেছে ওই চক্রের পান্ডারা। এমন কী ওই সাংবাদিক ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে বলেও ভুয়া খবর মোবাইল মারফ ছড়ানো হচ্ছে। ওই সমস্ত নম্বর গুলো জানিয়ে ইতিমধ্যেই নাগেরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ 'জেনারেল ডায়েরি এন্ট্রি' (জিডিই নং – ২০১৯, তারিখ : ২৬/০৬/২০২২) করেছেন। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তদের কেউই গ্রেফতার হননি। ঘটনায় প্রকাশ, গত ১৬ জুন ওই সাংবাদিকের মোবাইল ফোনে একটা অপরিচিত নম্বর থেকে একটি ফোন আসে। তাতে এক ব্যক্তি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে বলছি বলে পরিচয় দেয়। সে বলে ওই সাংবাদিক অনলাইনে এই ব্যাঙ্ক থেকে দু'হাজার টাকা লোন নিয়েছে। অতএব সেই টাকাটা অনলাইনেই পাঠাতে হবে। ওই সাংবাদিক তখন জানান, তিনি তো কোনও ব্যাঙ্ক থেকে কোনও লোন নেননি। এরপর বারংবার বিভিন্ন নম্বর থেকে ফোন করে বিরক্ত করা হয় বলে অভিযোগ। এই নম্বর গুলোর অধিকাংশই ভারতের বাইরের নম্বর বলে তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন।

তার আরও গুরুতর অভিযোগ, তার মোবাইল ফোন নম্বর হ্যাক করে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর থেকে প্যান কার্ড নম্বর, আধার কার্ড নম্বর, মোবাইলে থাকা কনট্যাক্ট লিস্টের সমস্ত নম্বর গুলি হাতিয়ে নেয় ওই প্রতারণা চক্র। এরপরই গীতাঞ্জলির কনট্যাক্ট লিস্টে থাকা সমস্ত নম্বর গুলিতে ফোন করে জানানো হয়, ওই সাংবাদিক একটি ব্যাঙ্কের লোন শোধ করছে না। কাউকে আবার বলা হয়, সাংবাদিক না কী তিন হাজার টাকা পরিশোধ করছে না। কাউকে আবার পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ করছে না বলে জানানো হয়। শুধু এই করেই ওই প্রতারণা চক্রের পান্ডারা থেমে থাকেনি। প্যান কার্ডে সাংবাদিকের ছবির পাশে সেক্সের আবেদন জানিয়ে অশ্লীল মেসেজ লিখে সেগুলি ওই সাংবাদিকের পরিচিত সমস্ত নম্বরে হোয়াটস অ্যাপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনা ক্রমশ বাড়তে থাকায় গত ২৬ জুন তিনি নাগেরবাজার থানায় সমস্ত ঘটনাটি জানিয়ে একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। 'জিডিই'টি ওই দিনই নাগেরবাজার পুলিশ স্টেশন থেকে ওসি সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ফরওয়ার্ড করা হয়। তবে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ১০ দিন কেটে গেলেও ওই চক্রের পান্ডারা এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে খবর। তবে অনুমান করা হচ্ছে অভিযুক্তরা আন্তর্জাতিক কোনও বড়োসড়ো প্রতারক চক্রের সঙ্গে যুক্ত।

রাজ্যগুলি পথ দেখাবে ভারতকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে উদ্যোগপতিদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনার শীর্ষক হিসাবে ছিল কিভাবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প একসাথে মিলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে। এই দিনের অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সংগঠনের সভাপতি ঋষভ কোঠারি বলেন, গত দুবছর ধরে করোনা মহামারির কারণে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অর্থনীতিতে তা ধীরে ধীরে চাঙ্গা হওয়ার দিকে চলেছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক যুদ্ধের কারণে বাজারের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে সকলেই। জ্বালানী সহ ভোজ্য তেলের দাম ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি পিএলআই স্কিমে ভারতকে কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে। এছাড়াও আত্মনির্ভর ভারতের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও ২০২৪-২৫ এর মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিকে আমরা ছুঁতে পারব বলেও মনে করেন কোঠারি। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের শিল্প এবং শিল্পোদ্যোগের মুখ্য উপদেষ্টা রূপা দত্ত। তিনি বলেন, উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে আরও উন্নতমানের তৈরি করার কাজ চলছে এছাড়াও ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনের জায়গাগুলিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। এমএসএমই বিভাগকে আরও ছাড় দেওয়া হয়েছে মহামারী পরবর্তী ক্ষেত্রে। এছাড়াও এক জেলা এক জিনিস নিয়ে বিস্তরভাবে ভাবা হচ্ছে। এর মানে হলো, জেলার গুরুত্বপূর্ণ কোনও জিনিসকে প্রস্তুত করা হবে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে শুধু সেই জেলাই সেই জিনিসটিকে তৈরি করবে এবং তাতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয় নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিস্তর আলোচনা চলছে এবং ভারতের মধ্যে চারটে এমন রাজ্য রয়েছে যারা এই আওতায় রয়েছে। এভাবেই আত্মনির্ভর ভারত কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি। এই ভাবনাকে সফল করবার জন্য তৎপর মন্ত্রক। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঋষিহুড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। তিনি বলেন, তার আমলেই এক রাজ্য এক বস্তু নীতির সূচনা

হয়েছিল। তিনিও এ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। এর সাথে সাথে তিনি যোগ করেন, অসরকারি সংস্থাগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক ভাবে হৃষ্টপুষ্ট করে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, গ্রাম্য শিল্পগুলিকে আরও উৎসাহ যোগাতে হবে যাতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তাদের কাছেও পৌঁছে যায়। এ বিষয়ে উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বস্তুর ইতিমধ্যেই রফতানি হতে শুরু করেছে। এই শিল্প মাধুর্য মেদিনীপুরের পটচিত্রের চিত্রগুলিকে সুনিপুণভাবে চিত্রায়িত করার সাথে সাথে পোটো গ্রামের অর্থনৈতিক ভার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও শ্রী প্রভু তার বক্তব্যে তুলে ধরেন সরকারি হিসাবগুলিকে আরও সুষ্ঠ ভাবে এবং নিপুণভাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি উদাহরণ স্বরূপ তার রেল মন্ত্রী থাকাকালীন রেলমন্ত্রকের বাজেট পেশের ব্যাপার তুলে ধরেন এবং তিনি আরও বলেন, এভাবেই আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবে করতে পারলে ভারত আরও শক্তিশালী হতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টিতায় ভারত শিখরে পৌঁছচ্ছে। এবং আগামী দিনে আরও পৌঁছবে বলে মনে করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে শক্তিশালী করতে হবে যা ইতিমধ্যেই সকলের প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলছে। জিএসটির মাধ্যমে অনেকটাই লাঘব করা গিয়েছে এই বাধা বিঘ্নগুলিকে। সঞ্চয় আরও বাড়াতে হবে শুধু দেশের সঞ্চয় নয় প্রত্যেকটি মানুষের এবং ঘরে ঘরে তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে তবে বাজারে অর্থের ঘাটতি কমবে এবং নীতি স্বরূপ এগিয়ে চলবে বাজার। কিন্তু আমাদের এই অর্থনীতিকে কিছুটা হলেও পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই খামখেয়ালী পরিবেশ। সেদিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে।

সরকারি ভাবেই পরিবেশের এই হাল। কিন্তু এই পরিবেশকে কি ভারত আর ঠিক করতে পারবে? সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠে আসছে বিভিন্ন মহলে। বিকল্প পথও ভাবার দরকার আছে এ বিষয়ে।

এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পবন কে কুমার, আইইপিএফ-এর প্রফেসর ডঃ মৃদুল সাগর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এমসিসিআইএর চেয়ারম্যান সমরজিৎ মিত্র।

নির্মীয়মাণ অবৈধ বাড়ির তালিকা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার বেশিরভাগ প্রমোটার আগে ইলিগাল বিল্ডিং করেছেন। এখন এই বে-আইনি বাড়ির কাজ অনেকটাই কমেছে। বর্তমানে ইলিগাল বিল্ডিং হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই আটকে দেওয়া হচ্ছে। কারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারই তো সাসপেন্ড হয়ে যাচ্ছেন। যারা এলাকায় ঘুরে বেড়ায়, তারা ১ বছর বা ছ'মাস বা তিন মাস ধরে বে-আইনি বিল্ডিং হচ্ছে, দেখতে পায়নি কেন? এ.ই. তাহলে এলাকায় ঘুরে বেড়ায় না। সেইজন্যই এখন বে-আইনি বিল্ডিং করার প্রবণতাটা কমে গেছে বলে জানান কলকাতা পুরসভা মহানাগরিক তথা বিল্ডিং দফতরের মেয়র পারিষদ ফিরহাদ হাকিম। গত ২ জুলাই টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, যেহেতু কলকাতা পুরসভা একটা উদ্যোগ নিয়েছে অনেকরকম ছাড় দিয়েছে। যেমন – ঠিকা টেন্যান্সিতে আগে ব্যাপক ভাবে ইলিগাল কাজ হতো। আমরা দেখেছি। এখন ঠিকা টেন্যান্ট যদি কলকাতা পুরসভার থেকে পারমিশন নিয়ে বাড়ি করে তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে লোনও নিতে পারে। ফ্ল্যাটও বিক্রি করতে পারে। ফলে বে-আইনি প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আমরা ১৫ দিনের মধ্যেই পারমিশন দিচ্ছি। যদিও ঠিকার ক্ষেত্রে একটু জমি সংক্রান্ত সমস্যা হচ্ছে।

বে-আইনি হয়ে গেছে সেখানে অনেক কেস চলছে। হাইকোর্টে চলে যাচ্ছে। হাইকোর্ট থেকে আবার ডিমোলেশন অর্ডার এসে যাচ্ছে। পুর ল্যান্ড অফিসাররা তারাও তাই করছে। ফলে যারা এই অবৈধ বাড়ি গুলি কিনেছেন তারা বিপদে পড়ছেন। প্রমোটারও অবৈধ বিষয়টি চেপে যাচ্ছে। সেই কারণে একটা ওয়েবসাইট করে অবৈধ নির্মীয়মাণ বাড়ির তালিকা তাতে তুলে দিতে হবে। যেগুলিতে আমরা নোটিশ দিয়েছি। যেগুলি কেস চলছে। সেগুলি ওই সাইটে থাকবে। তাহলে লোকে জেনে যাবে, যে এই বাড়িটি অবৈধ।

কেউ কেউ আবার কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সি সি) না নিয়েই ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি করে ফেলছে। যেহেতু প্রমোটার খুব ঝোলায়। একটা ফ্ল্যাট পেতে একবছর। ক্রেতা হয়তো কোথায়ও বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। আবার প্রমোটারের কাছ থেকে ফ্ল্যাট কেনার জন্য ব্যাঙ্কে ইএমআই নিয়েছেন। ফলে বাড়ি ভাড়া আবার ইএমআই দিতে হচ্ছে। তখন মানুষ যেমন করেই হোক আন-ফিনিশ্‌ড ফ্ল্যাটেও ঠুকে যায়। বাড়ি ভাড়াটা বাঁচানোর জন্য। এই সুযোগেই প্রমোটাররা ক্রেতার সঙ্গে ব্ল্যাকমেলিং করে। বাড়িটার মধ্যে বে-আইনি আছে কী না? এটা ওটা আছে কী না? বাড়ি রেজিস্ট্রি করার আগে এগুলি দেখে নেন। অ্যাসেসমেন্ট নম্বর দিয়ে জেনে নিন ওই ফ্ল্যাট পুরসভার অনুমোদিত কী না? কলকাতাস্থিত রেজিস্ট্রি অফিস গুলিতে জানিয়ে দেওয়া হবে। যারা রেজিস্ট্রি করেন তাদেরও জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ওয়েবসাইট সম্পর্কে। এবং পাবলিকলি এটা ডিসপ্লে করে দেওয়া হবে। যে আপনি ফ্ল্যাট কেনার আগে দেখে নিন যে এগুলি বৈধ না অবৈধ। ভবিষ্যতে হয়তো ডেমোলেশন অর্ডার আসতেও পারে। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন করে একজন জানাচ্ছেন ২০১৫ সালে ফ্ল্যাট কিনেছে, কিন্তু এখনো মিউটেশন করতে পারছেন না। হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আসলে ওটা ছিল অবৈধ ফ্ল্যাট। মহানাগরিক জানান, আমাদের কলকাতা পুরসভারও গাফিলতি আছে। আমরা নো ডিউ সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি। সেটা ভরসা করে ফ্ল্যাট কিনে ভুল করছে। পুরসভার অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টেরও গাফিলতি আছে। অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট জমিটির নতুন করে অ্যাসেসমেন্ট করুক। অ্যাসেসমেন্টটিকে সম্পূর্ণ করে এনডিসি দিক। তাতে যদি দু – তিন দিন আটকাতে হয়। তাও ঠিক আছে। পুর সূত্রে খবর, বিল্ডিং দফতরে ইঞ্জিনিয়ার ও পরিদর্শক সংখ্যা যে আগের চেয়ে অনেকটাই কম তা স্বীকার করেছেন পুরসভার শীর্ষ কর্তারা। বিল্ডিং দফতরের একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার একাধিক বরো এলাকা দেখছেন। একজন এ.ই. তিন – চারটি করে ওয়ার্ড দেখছেন। সেক্ষেত্রে কীভাবে বিশাল এলাকার বেআইনি নির্মাণে নজরদারি হবে, তা নিয়ে চিন্তায় বিল্ডিং দফতরের শীর্ষ কর্তারা।

লেন্স বার্তা

বাড়ছে করোনার প্রকোপ সাবধানের বন্ধন।

মোমিনপুরকে জল জমার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে, ওরা প্রস্তুত।

ছবি : অভিজিৎ কর

পূর্ব পুটিয়ারি নবোদয় সংঘের রক্তদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা উৎসবের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, বরো চেয়ারম্যান- তারকেশ্বর চক্রবর্তী, সমাজসেবী প্রনব গুহ, কাউন্সিলর বসুন্ধরা গোস্বামী, গোপাল রায়,অনিতা কর মজুমদার, বিশ্বজিৎ মন্ডল, প্রবীর মুখার্জি, দেবব্রত মন্ডল, সভাপতি গৌতম মুখার্জী। ৭৫জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

জয়নগরে ২০০ বছরের তিলিপাড়ার রথে পুরীর আদলে ৫৬ ভোগের খাবার নিবেদন করা হল জগন্নাথ দেবকে।

এখানে ওখানে

নট্ট কোম্পানি এল পুরসভায়

উত্তর কলকাতার ৯ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিটে (বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা পুতুল বাড়ি নামে পরিচিত) অবস্থান করছে বাংলার যাত্রাজগতের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠান নট্ট কোম্পানি। সুবিশাল এই অট্টালিকাসম বাড়িটিতে বাংলার যাত্রাজগতের নটি বিনোদিনীর (১৯৭৩) মতো কালজয়ী বিভিন্ন

যাত্রাপালার জন্ম হয়। নট্ট কোম্পানির চতুর্থ প্রজন্ম মাখনলাল নট্ট (২০ মে, ২০১৪) বঙ্গ বিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হন। ২১ মে, ২০১৫ তে মাখনলাল নট্ট পরলোক গমন করেন। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি মিতালী সাহার প্রস্তাব, হেরিটেজ ঘোষিত নট্ট কোম্পানি নামক এই বাড়িটি কলকাতা পুরসভা যদি অধিগ্রহণ করে, তার পুরনো চেহারাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর বাড়িতে বসবাসকারী শরিকরা রাজ্য সরকার বা কলকাতা পুরসভাকে বাড়িটি হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক আছেন বলে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি জানান। মিতালী সাহা বলেন, বাড়ির শরিকরা চান বাড়িটিতে কলকাতা পুরসভা একটি মিউজিয়াম গড়ে তুলুক। তিনি আরও বলেন, বাড়িটি পুরসভা অধিগ্রহণ করে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করলে, তা একাধারে যেমন বাংলার মানুষকে বাংলার যাত্রাশিল্প সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা পুষ্ট করবে, তেমনই সংগ্রহশালা থেকে পুরসভা ক্যাফে বা স্যুভেনিওর শপ করে আয় বৃদ্ধি করতে পারবে।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেন, এই বাড়িটি আসলে একটি 'হন্টেড হাউস'। 'হন্টেড হাউস' লিস্টে উত্তর কলকাতার এই বাড়িটি আছে। এই বাড়ির জমিটির ক্ষেত্রমান ৪ কাঠা ১২ ছটাক ২৭ স্কোয়ার ফুট। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি মিতালী সাহা উদ্যোগী হয়ে বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাড়িটিকে কলকাতা পুরসভাকে দান বা হস্তান্তর করাতেন, তাহলে কলকাতা পুরসভা বাড়িটিকে নিতে আগ্রহী।

বর্ষামঙ্গল উৎসব

রবিবার ৩ জুলাই শিয়ালদহে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল সভাগৃহে বর্ষারাণীকে বরণ করতে অনুষ্ঠিত হল বর্ষামঙ্গল উৎসব। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট প্রথিতযশা সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন কবি আরণ্যক বসু এবং লাল পাহাড়ির দেশে যা গানের প্রবাদপ্রতিম গীতিকার অরুণ কুমার চক্রবর্তী। আকাশবাণীর প্রযোজক তুহিন চট্টোপাধ্যায়, কবি ও রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারের বংশধর ডাঃ রজত মোহন রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উত্তরসূরী মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এদিন সাহিত্য সেবার জন্য মেঘদূত কাব্য সম্মান প্রদান করা হয়। সুরজিৎ কোলে সহ বেশ কয়েকজন সাহিত্যসেবীকে। এছাড়া চারণ কবি মুকুন্দদাস স্মৃতি সম্মানও প্রদান করা হয়। প্রত্যেক উপস্থিত কবিকে বর্ষামঙ্গল কাব্য স্মারক সম্মানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গুণীজন অতিথিদের সুন্দর ছাতার রেপ্লিকা দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। যা নতুনত্ব ও অভিনবত্বের দাবি রাখে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা চন্দ্রনাথ বসু। উল্লেখ্য তিনি একটি বড় রঙিন ছাতা খুলে প্রতীক হিসাবে সকল কবি সাহিত্যিককে এক ছাতার তলায় আসার আহ্বান জানা। অনুষ্ঠানে উপছে পড়া ভিড় দেখে বোঝা যায় দর্শক খুব উপভোগ করেছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনায় ও সঞ্চালনায় মধুমিতা ধৃত ছিলেন অনবদ্য।

ছবি : মধুমিতা ধৃত

ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং মৌদিহাট যুবক সংঘের ব্যবস্থাপনায় গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২১তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল যথাযোগ্য মর্যাদায়। ওইদিন সকালে একটি সুদৃশ্য র‍্যালি হয় শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতি নিয়ে। এবং ৮০ ফুট লম্বা একটি জাতীয় পতাকা বহন করা হয়। তারপর দেশাত্মবোধক নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করে ঐক্যতান কালচারাল আকাদেমি। এনএসএসের রিজিওনাল ডিরেক্টর বিনয় কুমার, বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুফল ঘাঁটু শ্যামাপ্রসাদ এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে ওই দিন ৭৫ জন রক্তদান করেন। সেই সঙ্গে পথের ধারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়। ওই দিন সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা মূলক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

যুগল বাচিক শিল্পীকে শ্রদ্ধাঞ্জলী

রবিবার সন্ধ্যায় ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময় কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত চন্দননগর জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সভাগৃহে বিশিষ্ট যুগলবন্দী বাচিক শিল্পী পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষকে গান, আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা হল। অনুষ্ঠানের শুরুতে সূচনা হয় সঙ্গীত শিল্পী সঞ্চয়িতা তালুকদারের গানের মাধ্যমে। শোনান 'কে বসি আছি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর'। তাঁকে তবলায় সুন্দর সঙ্গত করেন শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য। সংস্থার প্রাণপুরুষ ক্যাপ্টেন ডক্টর সমীর দত্ত পার্থ ও গৌরী ঘোষের স্মৃতি রোমন্থন করেন। ১৯৯০ সালে পার্থবাবুর পরামর্শে ভদ্রেশ্বরে বাঙ্ময় স্থাপিত হয়। পরিচালনায় সংস্থার কর্ণধার বাচিক শিল্পী রীনা দত্ত ও সুদীপ ভট্টাচার্যের যৌথ নিবেদনে শ্রুতি নাটক কর্ণকুন্তী সংবাদ পরিবেশন হয়। এরপর ডক্টর বিপলেন্দু তরফদার ও সুজাতা দত্ত শ্রুতি নাটক করেন।

একদিকে পেশায় চিকিৎসক বিপলেন্দু তরফদার রোগী সেবায় নিয়োজিত হয়েও স্বগৃহে বাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরির কারিগর। মনোমুগ্ধকর পরিবেশনটি শ্রোতাদের মন জয় করে। এছাড়াও অভিভিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনমিত্র শ্রুতিনাটক করেন। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন নাট্যকার সৌম্যদেব বসু ও কবি অরুণ চক্রবর্তী। পরবর্তী শিল্পী শংকর সাহা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান গাইলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অনেক গুণীজনকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, এছাড়া পার্থ ও গৌরী ঘোষের সুযোগ্য পুত্র অয়ন ঘোষ ও চন্দন মজুমদারকে সম্মান জানানো হয়। সর্বশেষ নিবেদন ছিল পার্থ ও গৌরী ঘোষের উপর 'এমন তরণী বাহয়া' একটি এক ঘন্টার তথ্যচিত্র। তথ্যচিত্রটি তৈরি করেন পলাশ দাস। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সুজাতা দত্ত। সব মিলিয়ে এক সুন্দর জমজমাট অনুষ্ঠান উপহার দিল আয়োজক সংস্থা।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

প্রস্রাবে জ্বালা

প্রস্রাব করার সময় অযথা প্রস্রাবের পরে অনেকেরই জননেন্দ্রিয়ের দ্বারে জ্বালা করে। এই জ্বালা অনুভব করলে বাম এবং ডান উভয় হাতেই আকুপ্রেসার করতে হবে। বুড়ো আঙুল থেকে কব্জির দিকে নেমে আসুন। ৩টে প্রায় সমান্তরালে রেখা অতিক্রম করে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপতে চাপতে কব্জির দিকে সামান্য পথ অতিক্রম করতে করতে একটা ব্যথা অনুভব করতে পারা যাবে। ওই ব্যথার উপর বুড়ো আঙুল দিয়ে ডলে ডলে আকুপ্রেসার করতে থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা মুছে যাবে।

অবসাদ দূর করতে

বাইরে থেকে কাজকর্ম সেরে বাড়িতে এলে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অবসাদ দেখা দেয়। এ অবস্থায় প্রেসার হাই থাকলে পূর্ব বর্ণিত পথে প্রথমে প্রেসার প্রথমে কিছুটা কমিয়ে নিন। এর পর হাতে হ্যান্ডশেক করুন- ডান হাত বাঁ হাত দিয়ে আর বাঁ হাত ডান হাত দিয়ে। কনিষ্ঠা থেকে তর্জনী- এই ৪টি আঙুল এক সাথে পাশাপাশি চেপ্টে রেখে হ্যান্ডসেক করার ভঙ্গিমায় চাপ দিন আর ছাড়ুন আধ মিনিট থেকে এক মিনিট। অবসাদ দূর হয়ে যাবে।

দাঁতের মাড়ি শক্ত করতে

দাঁতের মাজন মধ্যমা আঙুল দিয়ে মাড়ির উপর ডলে ডলে ঘষুন। এতে দাঁতের মাড়ির সাথে সম্পৃক্ত নার্ভ সবল হবে। পেয়ারা পাতা গরম জলে ফোটানো জল দিয়ে কুলকুচি করুন। এছাড়া ভোরের প্রথম প্রস্রাবের প্রথামাংশ ও শেষ অংশ বাদ দিয়ে মাঝের অংশ মুখে দিয়ে কয়েক মিনিট কুলকুচি করুন। এরপর মুখ ধোওয়ার সাধারণ জল দিয়ে প্রক্ষালন করুন। কিছুদিন এটা করলেই দাঁতের মাড়ি শক্ত হবে।

কোলেস্টরল কমাতে

শরীরে কোলেস্টরল প্রয়োজন আছে। রক্ত জমাট রাখার জন্য দরকার। এটা না থাকলে রক্ত পাতলা হবে কিন্তু বেশি হলে জমাট বাধবে। বেশি জমাট বাঁধলে রক্ত চলাচলে বাধা পাবে। হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। কোলেস্টরল ক্ষতিকর বৃদ্ধির রুখতে হলে অনামিকার ডগা হাতের তালুতে বেঁকিয়ে চাপ দিন। বুড়ো আঙুল দিয়ে অনামিকায় টিপে বেশ কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে ধরে রাখতে হবে। দিনে কম করে দু বার করতে হবে। কোলেস্টরলের অধিক জমাট বাধার প্রবণতা কমবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

থিয়েটার–ই ঠিকানা

বাবুল কৃষ্ণ দে

পূর্ব সিঁথি নাট্যসৃজনী এ বছরের ২১ মে, ২৩ মে এবং ২৪ মে তিনদিন ব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল উত্তর কলকাতার গিরিশ মঞ্চে। এটি ওদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাট্যোৎসব। সর্বমোট ৯টি নাটক অভিনিত হয়। নাট্যসৃজনী নাট্যদল গঠন করার পর প্রতিবছর নাট্য উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া ওদের নাট্য পত্রিকা প্রকাশ তো আছেই। এতদ্ব্যতিত তারা স্কুল স্তরে নাট্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদি মাঝে মাঝে করে থাকে। ইতিমধ্যে তারা প্রায় ১০০ উপর পুস্তক প্রকাশ করে ফেলেছে।

এবারের নাট্য উৎসবের মূল ক্যাপশন ছিল 'থিয়েটার ই ঠিকানা–থিয়েটারই প্রেরণা'। এবারের উৎসবে

বিচারের আসনে উপস্থিত ছিল দুটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। প্রশংসনীয় উদ্যোগ সন্দেহ নেই। নাট্যসৃজনীর নির্দেশক ইন্দ্রজিৎ পালের সাথে কথা বলে জানতে পারি এই অনুষ্ঠানের আগে ওই স্কুলে গিয়ে নাটকের ক্লাস নিয়েছিলেন কী করে নাটক দেখতে হয়? কিভাবে নাটকের গুনগত মান নির্ধারণ করতে হয়।

এই উৎসবে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন দেবাশিস মজুমদার–সঞ্জীব সরকার, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, বিল্বদল চট্টোপাধ্যায় এবং তারক সেনগুপ্ত প্রমুখেরা। সকল অতিথিবৃন্দকে দলের পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রথম নাট্যাভিনয় নাট্যসৃজনীর নিজস্ব প্রযোজনা 'আজকের ছয়মূর্তি'। এরপর কালিন্দী নাট্যসৃজনএর 'রূপকথা এখনো' এবং এদিনের শেষ নাটক মহানির্বান ভাবনার 'ঝড় আসছে' দ্বিতীয় দিন শুরুতে বিশিষ্ট নাট্যকার নির্দেশক উৎসব দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার হাতে নাট্যসৃজনীর কর্ণধার অম্বিকা চ্যাটার্জী সাধন বন্ধু স্মৃতি সম্মান তুলে দেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক রবীন্দ্রনগর গোবরডাঙার 'বলাই' দ্বিতীয় নাটক সন্দর্ভ দলের 'হোমসনামা'। এবং শেষ নাটক কন্টাই লৌকিক সোসাইটির 'হজমশক্তি' তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ মে উৎসবের শেষ দিনে সংবর্ধিতকরা হয় বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও আবৃত্তিকার দেবযানী দত্তকে। জ্ঞাপন করেন দলের কর্ণধার অম্বিকা চ্যাটার্জী। এদিনের প্রথম নাটক কথক পারফরমিং রেপার্টায়ারএর নাটক 'বাল্মিকী প্রতিভা'। দ্বিতীয় নাটক সরস্বতী নাট্যশালার 'মহাপৃথিবী' নির্দেশনায় জয়েশ ল। এবং এদিনের শেষ নাটক মঞ্চস্থ হয় দমদম গোত্রহীন–এর নাটক 'খোল দো'।

শেষ নাটক সমাপনান্তে এবারের উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নাট্য উৎসব শেষ হবার কিছু আগে নাট্য সৃজনীর পক্ষ থেকে দুটি স্কুলের ৫০ ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। ওদের হাতে নাট্য সৃজনীর প্রকাশনারবই পুস্তক তুলে দেওয়া হয়। সব শেষে ফলাফল ঘোষণা। ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর বিচারে প্রথম স্থান পায় সন্দর্ভ দলের হোমসনামা। দ্বিতীয় স্থান পায় সরস্বতী নাট্যশালার মহাপৃথিবী এবং তৃতীয় স্থান পায় গোত্রহীন এর খোল দো নাটকটি। বলা বাহুল্য এই প্রতিযোগিতা থেকে আয়োজক দল নাট্যসৃজনী তাদের নিজের নাটক আজকের ছয় মূর্তি নাটকটি প্রত্যাহার করে নেয়।

অনুষ্ঠান শেষের প্রারম্ভে নাট্য সৃজনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে দর্শকবৃন্দকে অভিনন্দিত করা হয় এবং নাট্য সৃজনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী ১০ আগস্ট এই তিনটি নাট্যদলকে পুরস্কৃত করা হবে।

এর সাথে সাথে শেষ হয় নাট্য সৃজনীর ২০২২এর নাট্যোৎসব। উপসংহারে দুএকটি কথা না বললেই নয়। নাট্য সৃজনী যে দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে তার বর্তমান অস্থির সময়ে জুড়ি মেলাভার। যেমন নাটককে পাঠ্য সূচির অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ওদের সে প্রয়াস লক্ষ্য করেছি সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। যেটা অনেক এলিট ক্লাসের দলগুলিও ভাবতে পারেনি। সমস্ত নাট্যকর্মীবৃন্দ শুভানুধ্যায়ী এবং বাংলা নাটকের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি দলমত নির্বিশেষে নাট্য সৃজনীর পাশে দাঁড়ান। কারণ আমাদের পাশে কেউ নেই বললেই চলে। সুতরাং নাট্যদলের পাশে নাট্যদলকেই দাঁড়াতেই হবে। নাট্যসৃজনীর পথচলা কুসুমাস্তীর্ণ হোক। ওরা যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারে। অসতো মা সদগময়ো তমসো মা জ্যোতির্গময়ো।'

বাঙালির জীবনীকার পরিচালক

বাবুল কৃষ্ণ দে

সিনেমা পাড়ায় হাঁটা শেষ করে এবার অন্য পাড়ায় হাঁটা শুরু করলেন– চাওয়া পাওয়া, পলাতক, বালিকাবধূ, দাদার কীর্তি–সহ বহু বিখ্যাত কালজয়ী ছবির পরিচালক তরুণ মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের গান ছিল তাঁর বেঁচে থাকার মন্ত্র। তাঁর বহু ছবির প্রাণভোমরাও ছিলেন রবি ঠাকুর। তাই শেষ যাত্রাতেও তাঁর বুকের ওপর ফুল নয়, মালা নয়, ছিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের লাল পতাকা। এমনটাই চেয়েছিলেন বাংলা ছবির অন্যতম সেরা বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদার। ৪ জুলাই সোমবার সকাল ১১টা ১৭ মিনিট নাগাদ তাঁর জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায় এসএসকেএম হাসপাতালে। শেষ হল একটা যুগ। সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল, তপন সিনহা, অরবিন্দ মুখার্জী, অজয় কর প্রমুখ ছিলেন যে যুগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সেই যুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন তরুণ মজুমদার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর ৬ মাস। আমৃত্যু বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী এই প্রবীণ চিত্র পরিচালকের শেষ যাত্রায় তাঁর ইচ্ছাকেই গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন রাজ্য সরকার। তাঁর মধ্যে ছিল খাদ বিহীন বাঙালিয়ানা, সম্ভ্রমপূর্ণ পরিমিতি বোধ, যা তিনি আমৃত্যু পোষণ করে গিয়েছেন। একই সঙ্গে ছিল তুমুল নিয়মানুবর্তিতা। কোনও ছবির শুটিং শুরু আগে থেকেই ছবির শুটিং–এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের কাছে একটি তালিকা পৌঁছে যেত, যেখানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকতো কবে কখন কোথায় কতক্ষণ ধরে কী কাজ চলবে, কখন শেষ হবে, কোথায় থাকতে হবে এই সমস্ত বিষয়। সেখানেই ছবির শুটিং এর প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত চলতো। যার জন্য যে ঘর বরাদ্দ করা হতো সেই ঘরে তার নাম এবং তাকে কী কী কোন সময়ে করতে হবে তার বিস্তারিত তালিকা দেওয়া থাকতো। এইভাবেই তিনি চিরকাল কাজ করে গিয়েছেন। এই অপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা একমাত্র তরুণবাবুর সেটেই প্রচলিত ছিল। আর এই নিয়মানুবর্তিতার প্রভাব তাঁর ছবিতেও দারুণভাবে পড়তো।

তরুণ মজুমদারের জন্ম ১৯৩১ সালের ৮ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী ডিভিশনের বগুড়া জেলায়। বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। বাংলাদেশের স্কুল পর্ব চুকিয়ে কলকাতা শহরে পড়াশোনা করতে আসেন। পড়েছেন সেন্ট পলস আর স্কটিশ চার্চ কলেজে। বিষয় ছিল রসায়ন। থাকতেন উত্তর কলকাতায়। প্রবাদপ্রতীম পরিচালক দেবকীকুমার বসুর হাত ধরে বাংলা চলচ্চিত্রের কাজে যুক্ত হন। তাঁর এক মামার ফিল্ম পাবলিসিটি অফিসে। সেই সূত্রেই পরিচয় হয় কাননদেবীর সঙ্গে ও সুযোগ পান তাঁর শ্রীমতী পিকচার্স সহ পরিচালকের পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ শেখেন হরিদাস ভট্টাচার্যের কাছে। পর পর চারটি বিখ্যাত ছবি 'নববিধান, দেবত্র, আঁধারে আলো ও রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত ছবিতে কাজ করেন তরুণবাবু। সেখান থেকেই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়।

সেখানেই পরিচয় হয় দুই শিক্ষানবিশ তরুণ দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও শচীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যাঁদের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছিলেন পরিচালক গোষ্ঠী 'যাত্রিক'। ঠিক হয়েছিল চারটি ছবি একত্রে তৈরি করবেন। ছবিগুলি হল 'চাওয়া পাওয়া', 'স্মৃতিটুকু থাক', 'কাচের স্বর্গ' ও 'পলাতক'। চাওয়া পাওয়ার নায়ক ছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার এবং নায়িকা সুচিত্রা সেন। ছবি সুপারহিট। হলিউডের এক বিখ্যাত রোমান্টিক কমেডির আদলে তৈরি এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পরের ছবি 'স্মৃতিটুকু থাক'। চিত্রনাট্য লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ছবির শুটিং চলাকালীন সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে বচসা পর্যন্ত হয়েছিল। যা সেই সময়ে ভাবাই যেত না। পরের ছবি 'কাচের স্বর্গ' থেকে নিজেই চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব নিয়ে নেন। এই ছবিতেই বিচারশালার একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাসকে দিয়ে একটানা চারপাতা শট বলিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন।

'যাত্রিক'–এর চতুর্থ ও শেষ ছবি পলাতক–এর চিত্রনাট্য শুনে মুগ্ধ হয়ে বাংলা ছবি প্রযোজনার দায়িত্ব নেন বিখ্যাত প্রযোজক ভি শান্তারাম। মহানায়ক উত্তমকুমারের ইচ্ছা ছিল এই ছবির নায়কের চরিত্রটিতে অভিনয় করার। তরুণবাবুর ইচ্ছায় ভবঘুরে নায়ক রূপে অনুপকুমারকে নেওয়া হয়। সৃষ্টি হয় এক যুগান্তকারী সফল চলচ্চিত্র। যদিও সেই সময় অনুপকুমারকে নেওয়া একটা প্রচণ্ড ঝুকিপূর্ণ কাজ ছিল। তরুণবাবুর সঙ্গে মহানায়কের আর কোনও ছবি করা হয়নি। এই ছবি থেকেই তরুণবাবু ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একসঙ্গে পথ চলা শুরু। পরবর্তী ২৫ বছর এই তরুণ–হেমন্ত জুটি বহু সফল সঙ্গীত মুখর ছবি বাংলা দর্শকদের উপহার দিয়েছিলেন। এই ছবিতেই সন্ধ্যা রায় তার ছবির নায়িকা হন। সন্ধ্যা–তরুণ জুটি দেখা যায় পরবর্তী কুড়িটি ছবিতে। পরবর্তী সময়ে তাদের বিবাহ হয়। পলাতক যেমন দুটি অসাধারণ জুটির সূচনা করেছিল তেমনি এর পরই যাত্রিক গোষ্ঠী ভেঙে যায়, তরুণবাবু স্বাধীনভাবে পরিচালনা শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে 'আলোর পিপাসা' তার প্রথম একক পরিচালিত ছবি। এই ছবির মুখ্য চরিত্রে ছিলেন বসন্ত চৌধুরী, আর নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যা রায়। ১৯৬৭তে তৈরি করেন 'বালিকা বধূ'। এই ছবি থেকেই তরুণবাবুর নতুন নায়ক–নায়িকাদের আবিষ্কারের পালা শুরু। এই ছবিতে পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমান পৃথ্বীরাজ ছবিতে অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া রায়চৌধুরী। দাদার কীর্তিতে তাপস পাল, দেবশ্রী রায় একই ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এই তিন নায়িকারই আসল নাম বদলে নতুন নামকরণ করেছেন তিনি। তার ছবির গল্পে কখনও কমেডি ছিল আবার কখনো মন খারাপ করার মতো কাহিনী ভিত্তিক ছিল। আবার কখনো গ্রাম্য জীবনের ভেতর প্রেম, পরিবার, কর্তব্য আর জীবনের চরম সংঘাতকে অত্যন্ত সুচারু ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তরুণ মজুমদারের ছবিতে সিনেমা আর সাহিত্য হাত ধরাধরি করে চলেছে বরাবর। তাঁর পরিচালক জীবনের প্রায় দু ডজন ছবির চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে বাংলার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাস থেকে, বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র থেকে হাল আমলের প্রচেত গুপ্ত পর্যন্ত। তার ৩০টি পরিচালিত ছবির মধ্যে একটি দুটি বাদ দিলে সব কটিই বক্স অফিসে বাঁধভাঙা সাফল্য পেয়েছে। তার পরিচালিত ছবিগুলির আর একটি বৈশিষ্ট হল রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রধানত ব্যবহার করেছেন কবির গানে, যা ছিল তাঁর কাছে বহুক্ষেত্রেই সংলাপের পরিপূরক। দূরদর্শনের জন্য এক সময় বানিয়েছিলেন চিরকুমার সভা, আর বছর কয়েক আগে একটি বেসরকারি চ্যানেলের জন্য বানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র অবলম্বনে 'দুর্গেশনন্দিনী'।

আদ্যোপান্ত বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। সিনেমার রঙিন জগতে বিচরণ করলেও তার ছাপ পড়েনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন অনাড়ম্বর ভাবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের আদর্শে অবিচল ছিলেন। সিনেমানির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন মুক্তমনা মানুষ। সিনেমায় কোনও রাজনৈতিক ছুঁতমার্গ রাখতেন না। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের থেকেও তাঁর কাছে বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে দর্শকের চাওয়া পাওয়া এবং পছন্দ। চারটি ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। ৭ বার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সেরা পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন। ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছিলেন ১৯৯০ সালে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা হারালো এক ব্লক বাস্টার পরিচালককে।

বাংলাকে ধ্রুপদী সম্মানে ঘোষণার আলোচনা

মলয় সুর : রাজ্যে বাংলা ভাষার অবস্থা বর্তমানে সঙ্গীন অবস্থা। তার তুলনায় অন্য রাজ্যের বাঙালিরা মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দায়বদ্ধতার সাক্ষ্য রেখে চলেছেন। এ রাজ্যে বাংলা ভাষার অপমান–অবহেলার অনেক নজির রয়েছে। বেশিরভাগ বাঙালি ছেলেমেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষাকে আপন করে নেয় নি। এই রাজ্যে সব সরকারি দফতরের সাইনবোর্ড বাংলা ভাষায় নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সব সাইনবোর্ড শুধুমাত্র ইংরেজিতে।

ইংরেজি ভাষা আমরা আঁকড়ে ধরে আছি। কিন্তু সুমধুর বাংলা ভাষা কেন অবহেলার শিকার হবে। মঙ্গলবার ৫ জুলাই কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে বই ঘরে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির সংগঠনের একটি আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণীর বাসিন্দা টিঙ্কু ঘোষ। তিনি কাজি নজরুল ইসলামের দুটি গান শোনান, সখী বাঁধোন

বাঁধোন যাবার বেলায় ফেলে যেও একটি খোপার ফুল'। কেন্দ্রীয় সহ সচিব জয়ন্ত দাশগুপ্ত বলেন, ৬টি ভাষা ধ্রুপদী হয়েছে। তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম, সংস্কৃত। সম্প্রতি ওড়িয়া ভাষাও ধ্রুপদী স্বীকৃতি পেয়েছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। ধ্রুপদী সম্মান পেলে সেই ভাষার উপর একটি করে চেয়ার স্থাপন হবে। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার থাকবে। এবং সর্বোপরি সেই ভাষা অন্য ভাষার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে। যে ভাষা প্রাচীন (১৫০০–২০০০ বছর) সমৃদ্ধ এবং যে ভাষার ধারাবাহিকতা বহমান সেই ভাষাই ধ্রুপদী সম্মান লাভ হয়। বাংলার মর্যাদা বিভিন্ন সময়ে জীবন বলিদান এই জাতিরই ইতিহাস। আবার এই জাতিই দেশভাগের বলি। আবার অনেক চেষ্টাচরিত্র করে ঘুরে দাঁড়ানোর পর আবার পরবাসী। এদিন এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক সজল কুমার গুহ, নীতিশ বিশ্বাস, সাহিত্যিক কাজল সেন, সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, অনুপ ব্যানার্জী, সুব্রত ব্যানার্জী প্রমুখ।

বর্ষা দিনের বেড়ানো – নেতারহাট

সুকুমার মণ্ডল

১ম দিন বর্ষা–দিনে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের রূপ পাল্টে যায় । সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য সুখ্যাত নেতারহাটে চলে এলাম ঘোর বর্ষায়। ঘড়ি ধরে সকাল সাতটায় রাঁচী–হাতিয়া এক্সপ্রেস আমাদের রাঁচী স্টেশনে পৌঁছে দিল। আগে থেকে ঠিক করে রাখা ভাড়ার ইনোভা গাড়ির চালক মোহনও হাজির। মোহন–কে অনুরোধ করলাম, নেতারহাটের পথ ধরার আগে রাঁচী শহরের মাত্র ৩৭ কিমি দক্ষিণে দশম ফলস্–টি দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

নতুন মসৃণ বাইপাস ধরে শহর ছেড়ে চলে এলাম শান্ত আদিবাসী গ্রামে। হাইওয়ে ছেড়ে পশ্চিমের গ্রাম পথে ঢুকে পড়ল আমাদের গাড়ি । আদিবাসীদের পরিচ্ছন্ন মাটির কুঠিরের দেওয়ালে লতাপাতা–ফুলের চিত্র, ওরই মাঝে ছোট্ট একটি টালি–ছাওয়া গির্জাও চোখে পড়ল । ৪৫ মিনিটে পৌঁছে গেলাম দশম জলপ্রপাতের মুখোমুখি। প্রায় ২০০ ফুট ওপর থেকে একাধিক ধারায় নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রপাতের ঠিক মুখোমুখি বিপরীতে ধাপে ধাপে বাঁধানো পরিচ্ছন্ন একাধিক চাতাল। জলপ্রপাত দর্শনের চমতকার দর্শক গ্যালারি। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেল, গত কয়েকদিন এদিকে বৃষ্টির তেমন দেখা মেলেনি, ফলে আষাঢ়ের এই সময়েও দশমের স্ফীতি তেমন ঘটে নি। নির্জন দশম প্রপাত জলধারার একটানা গর্জনে সরগরম। অল্প চা–বিরতি দিয়ে আমাদের গাড়ি পশ্চিমমুখো রাজ্য সড়ক ধরে লোহারদাগার দিকে দৌড় লাগালো । আকাশে তখনো মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। লোহারদাগা থেকে রাস্তা ইংরেজি টি অক্ষরের মত হয়েছে – ডান হাতি পথ ডালটনগঞ্জ আর বাঁ–হাতি পথ গুমলা/নেতারহাটের দিকে গিয়েছে। নেতারহাট পাহাড়শ্রেণীর কাছাকাছি পৌঁছে পাহাড়ী ঘাঁটি–পথ শুরু হল । শেষ আট–দশ কিমি পথ বাঁক খেতে খেতে ৩৭০০ ফুট উচ্চতায় শান্ত পাহাড়ী জনপথ নেতারহাটে পৌঁছে দিল। ঘড়িতে তখন বেলা প্রায় একটা। গুটিকয় প্রাইভেট হোটেল হয়েছে, তবে তাদের পরিষেবায় বেজায় ঘাটতি । বিএসএনএলের টাওয়ার ছাড়িয়ে পাহাড়ের এক্কেবারে পূব প্রান্তে জেলা পরিষদের পরিচালনায় পালামৌ ডাকবাংলোটি প্রথম দর্শনই মন কেড়ে নেয় । সর্বাঙ্গে ব্রিটিশ জমানার স্থাপত্য। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ, এখানে ঘর পাওয়া গেল না। পাশেই ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজমের প্রভাত বিহার তিন তিনটি ব্লক নিয়ে সগর্বে অবস্থান করছে। সপ্তাহান্তিক হওয়াতে সর্বত্রই প্রায় ঠাঁই নাই দশা। সহৃদয় ম্যানেজার অবশ্য মাত্র এক দিনের জন্য দুটি ঘর জোগাড় করে দিলেন। সুন্দর ক্যান্টিনে পছন্দের খাবারও পাওয়া গেল।

চারপাশে নিবিড় শালের জঙ্গলে ঘেরা। তীব্র একটানা ঝিঁঝি আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, হোটেলের ঘর থেকে কিংবা ছাদ থেকে সূর্যোদয় দেখা যায়। নেতারহাট পাহাড়ের পূব প্রান্তে বিখ্যাত সানরাইজ পয়েন্ট এটাই। নেতারহাটের মূল পাহাড়টির গড়ন কুমিরের মত, পূব–পশ্চিমে বিস্তৃত প্রায় দশ কিমি লম্বা। পাহাড়ের ওপরে বেশ সমতল জমি, চাষের ক্ষেত, ফলের বাগান এবং বিখ্যাত একটি আবাসিক স্কুল ও একাধিক খেলার মাঠ। দিনের এখনও অনেকটা সময় বাকি, সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম সূর্যাস্ত দেখতে ম্যাগনোলিয়া পয়েন্টের দিকে অর্থাৎ নেতারহাট পাহাড়ের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে। পথের দু–পাশের আরও একটি জিনিসে আমাদের নজর আটকে গেল। প্রায় প্রতিটি বাড়ির চারপাশে অসংখ্য ন্যাশপাতি গাছের বাগান। বর্ষার এই সময়ে

দশম ফলস্ (রাঁচী)

কোয়েলের কাছে(নেতারহাট)

ন্যাশপাতির ফসল ওঠে। গাছে গাছে থোকা থোকা পরিপুষ্ট ন্যাশপাতির রাশি কলকাতার লোকেদের চোখে পড়ার সুযোগ হয় না। চালক মোহন জানালো প্রায় ১৮ – ২০ বছর আগে নেতারহাটে প্রথম ন্যাশপাতি চাষের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। পরবর্তী কালে নেতারহাটের লম্বাটে প্রায় সমতল পাহাড়–চূড়ায় অনেকগুলো ন্যাশপাতির বাগিচা গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু বাগিচা সরকারি ভাবে ইজারা দেওয়া আছে, বাকিগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায়। ইতিপূর্বে নেতারহাট সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য পেয়েছি তার কোথ্থাও ন্যাশপাতি চাষের উল্লেখ পাই নি।

ম্যাগনোলিয়া পয়েন্টে সূর্যাস্ত অবলোকনের জন্য সুন্দর বাঁধানো কম্পাউণ্ড ও তার উপর কয়েক ধাপের চতুষ্কোণ ছাউনি দেওয়া বেদীও বানানো হয়েছে। রেলিং–এর পর থেকেই পাহাড়ের ঢাল নেমে গিয়েছে অতলে, ঘন সবুজ বনানীর আড়ালে। চারপাশে একই ধরণের অনুচ্চ লম্বাটে পাহাড়ের সারি। মেঘলা দিনের পড়ন্ত বেলায় পাহাড়ের সারিগুলির নানা রঙ। এক খণ্ড দুষ্টু মেঘ মূর্তিমান রসভঙ্গের কারণ ঘটিয়ে পশ্চিম আকাশ আড়াল করে ঘোরাফেরা করছে, এদিকে অপেক্ষমান প্রায় শত–খানেক প্রত্যাশী ভ্রমণকারী। সূর্যের অস্তাচলে যেতে আর বেশি বাকি নেই। যখন সবাই প্রায় ধরেই নিয়েছে, আজ আর সূর্যকে পশ্চিম আকাশে বুঝি দেখাই যাবে না, ঠিক তখন কয়েক মিনিটের জন্য মেঘের আগল গলে মার্তণ্ডদেব সগর্বে উঁকি দিলেন। প্রতীক্ষা সার্থক হল, অতঃপর পথের ধারে গ্রামবাসীদের অস্থায়ী স্টলে চমৎকার চা–পকোড়া সেবন করে যখন হোটেলের ফিরতি পথ ধরলাম, তখন পূব আকাশে প্রায়–গোল চাঁদমামা শালবনের মাথা ছাড়িয়ে আকাশ আলো করে ফেলেছে। কচি শালপাতায় চাঁদের আলোর প্রতিফলনের ছবি যথাযথ ধরে রাখার দক্ষতা আমাদের মত অপেশাদার চিত্রগ্রাহকের নাগালের বাইরে।

ন্যাশপাতির গাছে ফলের থোকা (নেতারহাট)

ন্যাশপাতি তোলার কাজ চলছে (নেতারহাট)

২য় দিন ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজমের প্রভাত বিহার সূর্যোদয়ের দৃশ্য–দর্শনের জন্য সানরাইজ পয়েন্ট হিসাবে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। পরদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ছাদে চলে এলাম। সামনে পাহাড় নেমে গিয়ে উপত্যকায় মিশেছে। সেখান দিয়ে বয়ে চলেছে কোয়েল নদী। ঘন সবুজ আর কচি সবুজের অরণ্যের পিছনের দিকচক্রবাল থেকে সূর্য ওঠার প্রতীক্ষা। কিন্তু সেদিকেও বেরসিক মেঘেরা জাঁকিয়ে বসে রয়েছে। মেঘ না কুয়াশা! ক্যামেরা গুছিয়ে যার প্রতীক্ষায় সকলে এই ভোরে শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছেন তাদের মন দমে যেতে থাকে। অবশেষে বেশ কিছুটা ওপরে সূর্য একবার মুখ দেখালেন। দুপুর বারোটায় চেক আউট, তাই প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে নেতারহাটের অন্যান্য দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে নিতে বেরিয়ে পড়লাম। মোহন–ই গাইড। মাত্র দু–কিমি দক্ষিণে পাইন–ঘেরা অনেকখানি সমতল মাঠ। মাঠটি হঠাত শেষ হয়ে গিয়েছে, আসলে ওদিকে পাহাড়ের একটি খাদ। মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি প্রান্তসীমায় এসে থামলো। এটি কোয়েল ভিউ পয়েন্ট। নীচের সমতল চিরে পাহাড়ী নদী কোয়েল পূব–পশ্চিমে বয়ে চলেছে। হালকা কুয়াশার আস্তরণে উড়ে বেড়াচ্ছে তার ওপর দিয়ে। এক অসাধারণ দৃশ্যপট।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ন্যাশপাতি বাগান। বড় একটি ঝিলের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি কিছুটা পথ এগিয়ে এসে থামল ন্যাশপাতি বাগিচার মাঝে। প্রচুর স্থানীয় মেয়েরা বাগানে ন্যাশপাতি পাড়ার কাজ করছে। ছোট ছোট গাছ, হাত বাড়িয়ে পেড়ে মাথার ঝুড়িতে ভরে ফেলছে তারা। ন্যাশপাতি বাগানের ইজারাদার মানুষটি অতিথি বতসল, উদার। পৌঁছানো মাত্র সকলের হাতে হাতে ধরিয়ে দিলেন রসালো ন্যাশপাতি।

নেতারহাটের হোটেল প্রভাত বিহারে দুপুরের আহার সেরে আমরা যখন রাঁচীর পথ ধরলাম তখন বেলা প্রায় দু–টো। নেতারহাটের পাহাড়ী পথ থেকে নেমে এসেই কোয়েলের মুখোমুখি। গতকাল যাওয়ার সময় গাড়ী থামানো হয় নি, আজ থামলাম। শীর্ণ কোয়েল পাথর আর বালুচর চিরে বয়ে চলেছে। তার ওপরের খিলান–দেওয়া পোড়া–ইটের সেতুটি যথেষ্ট প্রাচীন। বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহের কলমের ছোঁয়ায় কোয়েলের পরিচিতি আজ অনেক ব্যাপ্ত। আকাশের তীব্র রোদ্দুর হঠাত করে ম্লান হয়ে গেল। কোথা থেকে যেন একটি বিশাল মেঘ হুশ্ করে হাজির। গতকাল থেকে বৃষ্টি–বিহীন কাটাচ্ছিলাম, সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিল ঝাপুস্ বারিধারা।

রাঁচী–নেতারহাট ভ্রমণের আগে কয়েকটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখুন – ১) হাওড়া থেকে রাত ১০–০০ টায় ছেড়ে রাঁচী এক্সপ্রেস পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় রাঁচী পৌঁছায়, ফিরতি রাঁচী এক্সপ্রেস রাঁচী থেকে রাত আট–টা নাগাদ ছেড়ে পরদিন ভোর চারটায় হাওড়া পৌঁছায়। রবিবার বাদে শতাব্দী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে সকাল ৬–০৫ এ ছেড়ে দুপুর ১–১৫ মিঃ রাঁচী পৌঁছায় এবং দুপুর ০১–৪৫ মিনিটে রাঁচী ছেড়ে রাত ৯–২৫ মিঃ হাওড়া। এছাড়াও রয়েছে কলকাতা–রাঁচী উড়ান। সব বাজেটের হোটেল রয়েছে রাঁচী শহরে। নেতারহাটের ট্যুরিস্ট লজ বুকিং–এর জন্য কলকাতাস্থিত ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজম্ এর কলকাতা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন – 12/A, Camac Street, Ushakiran Bldg, Flat No.8B, 9th floor, Kolkata 700 017 / (033) 2282 0601/e_mail www.jharkhandtourism.in।

শীতকালে ন্যাশপাতি পাবেন না, তবে জাঁকালো ঠাণ্ডা পড়ে নেতারহাটে।

চরম অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট, প্রমাণ দিল ইংল্যান্ড

অরিঞ্জয় মিত্র

তৃতীয়দিন পর্যন্ত যেখানে মনে হচ্ছিল বার্মিংহাম টেস্ট হাতের মুঠোয় টিম ভারতের সেখানেই পাশা পালটে গেল শেষ দুদিনে। আর এজন্যই টেস্ট ক্রিকেট যে অবিসংবাদী তা আরও একবার প্রমাণিত হল। অনেকটা অজিদের বিরুদ্ধে বছর ২১ আগে ইডেনে লক্ষ্মণ-দ্রাবিড়ের অমর জুটি দেশকে যে অনবদ্য জয় এনে দিয়েছিলেন তার প্রতিধ্বনি ঘটল ইংল্যান্ডের মাটিতে। শুধু লক্ষ্মণ-দ্রাবিড়ের জায়গা নিয়েছিলেন জন বেয়ারস্টো ও জো রুট জুটি। আর এই জুটিতেই লুটোপুটি খেল ভারত। শেষ দিন ১১৯ রান বাকি অবস্থায় ইংল্যান্ড যখন মাঠে নামল একবারেও মনে হয় নি ভারত জেতার জন্য খেলছে। অথচ ৭ টি উইকেট ফেলতে পারলে এই অবস্থাতেই জয় অসম্ভব ছিল না। সেকথা মেনেও নিয়েছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট।

রাহুল দ্রাবিড় বলছেন, ভারতীয় টিমের ব্যাটিং নিয়ে বসতে চান ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। প্রকারান্তরে দ্রাবিড় মেনে নিয়েছেন এত হতশ্রী ব্যাটিং নিয়ে কারো পক্ষেই জেতা সম্ভব নয়। অথচ মাত্র কিছুদিন আগের কথা। তখন অবশ্য টিম ইন্ডিয়া ছিল বিরাট কোহলির তত্ত্বাবধানে। শুধু বিরাটই নয়, তাঁর সঙ্গে তখন জুড়ে তৎকালীন কোচ রবি শাস্ত্রী। আর এই যুগপৎ-এর জমানায় দেশের বাইরে একের পর এক সিরিজ অবলীলায় জিতে নিয়েছে ভারত। তার জন্য অবশ্য এবারের হারকে পুরোপুরি কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। বরং বিরাট কোহলি যে ব্যাটসম্যান হিসেবে চূড়ান্ত ব্যর্থ তা প্রমাণ হল এই টেস্টে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ২০ হল তাঁর সর্বোচ্চ। ভাবা যায়? এমতাবস্থায় বিরাটকে সরানোর দাবিও উঠছে বেশ ভালোমতোই। কিন্তু কোহলিকে সরালেই যে বিরাট সাফল্য আসবে তা কিন্তু নয়। কারণ, এই টেস্টেই গিল, হনুমা বিহারী, শ্রেয়স আয়াররা এত কুৎসিত ব্যাটিং করেছেন যে শুধু কোহলিকে তোপ দাগলে চলবে না। তবে বিরাটকে বুঝতে হবে এই মুহূর্তে রোহিতকে মাথায় রাখলেও তিনিই দেশের সেরা ব্যাটার। দুনিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানও বটে। সেই কোহলি-ই যদি ধারাবাহিকভাবে

রানের মধ্যে না থাকেন তাহলে তাঁর এবং দেশের সমূহ বিপদ। তাছাড়াও রোহিত , শিখর ধাওয়ান ফিরলে এঁদের সঙ্গে ফের জুড়ে দেওয়া যেতে পারে একদা সফল অজিঙ্কে রাহানেকেও। বস্তুত, চেতেশ্বর পূজারা যদি কিছুদিন বিরতির পর ফিরে ভালো খেলতে পারেন তবে কেন নয় অজিঙ্কে? যাঁর মধ্যে এখনও অনেকটাই ক্রিকেট অবশিষ্ট আছে বলেই মনে করে তামাম ক্রিকেটবিশ্ব। কোভিডের জন্য বন্ধ থাকা টেস্ট ম্যাচ যে এরকম চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে তা ভাবাই যায় নি। করোনায় কাবু অধিনায়ক রোহিত শর্মা শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ানোয় টিম ইন্ডিয়া কেমন খেলবে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। হঠাৎ করে অধিনায়কত্বের মুকুট মাথায় চাপায় ভারতের সেরা পেসার যশপ্রীত বুমরাকে নিয়েও সন্দিহান হয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু সামনে থেকে লড়াই কাকে বলে তা দেখিয়ে দিলেন অধিনায়ক। যদিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাল্টা মার দিয়ে আসর জমানোর কাজটা কিন্তু শুরু করেন বুমরার ডেপুটি ঋষভ পন্থ। এমন একটা পরিস্থিতিতে পন্থ দুরন্ত সেঞ্চুরি করলেন যখন তাঁর ফর্ম নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা শুরু হচ্ছিল। সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তনী পর্যন্ত তাঁর হতাশা চেপে রাখতে পারেন নি । ঋষভ কেন বারবার অফ স্টাম্পের বাইরের বলের শিকার হচ্ছেন তা নিয়ে সানি রীতিমতো ক্ষোভ পোষণ করেছিলেন। যদিও প্রকৃত ক্রিকেট বোদ্ধারা বলছেন, ঋষভের মতো জিনিয়াসকে চিনতে ভুল করেন নি সানি। তাই তাঁকে চাগিয়ে তুলতেই এই মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

যাবতীয় সমালোচনার মুখে ক্ষুরধার হয়ে উঠল ঋষভের ব্যাট। ৯৮ রানে ৫ উইকেট পড়ে রীতিমতো কোনঠাসা ভারতীয় ইনিংসকে টেনে ধরতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকান ঋষভ। যথার্থ সঙ্গ দেন ক্রমেই অলরাউন্ডার হয়ে ওঠা রবীন্দ্র জাদেজা। শতরান করেন জাড্ডুজিও(ভারতীয় ক্রিকেটে রবীন্দ্র জাদেজার নিকনেম কিংবা আদরের ডাকও বলা চলে)। ভারতীয় দলকে চারশোর গণ্ডি পেরিয়ে ভদ্রস্থ স্কোর করার পিছনে শেষমুহূর্তে অধিনায়ক বুমরা'র ব্যাটও গর্জে ওঠে। প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে প্রথম ইনিংসে ৪১৬ তুলে ফেলার পর সমর্থকরা হয়তো ভাবতে শুরু করেছিলেন কেল্লা ফতে হতে আর বিশেষ দেরি নেই। সিরিজের আগের পর্বে ২-১ এগিয়ে থাকা ভারত অনায়াসে ৩-১ জয় পেতে চলেছে।

কিন্তু যেহেতু খেলাটার নাম ক্রিকেট এবং চরম অনিশ্চয়তা এর ইউএসপি, তাই কল্পনাতীত হয়ে উঠল ম্যাচের ভবিষ্যত। ইংল্যান্ডে শুধু ম্যাচে ফিরেই এলো তা নয়, ড্যাং ড্যাং করে দেশের মাটিতে টেস্ট জিতে প্রমাণ করল একদিনের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের শিরোপা ফুকে আসে নি। জো রুট ও জন বেয়ারস্টো যে দুরন্ত ক্রিকেটটা খেললেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। চতুর্থ ইনিংসে ৩৭৮ রান তাড়া করে জয় শুধু রেকর্ডই নয়, ভারতের অশ্বমেধ ঘোড়া আটকে দেওয়াও বটে। ভাবতেও অবাক লাগে এই সেদিন পর্যন্ত যে টিম ইন্ডিয়া দেশে-বিদেশে জয়ের ডঙ্কা বাজাচ্ছিল তাদেরই কেমন ছিঁরিছাদ দশা। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও মেনে নিয়েছেন সেই কথা। তাঁর কথায় সেই খেদ ধরা পড়েছে। রাহুল বলছেন, ' আমি ভাবতে অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভারতীয় দলই কিছুদিন আগেই কী দুরন্ত পারফর্ম করছিল। তারাই এখন এভাবে হেরে যাচ্ছে। '

পুরোপুরি সুবিধাজনক অবস্থা থেকে ভারতের এই হারের কাঁটাছেড়া করতে বসে দেশ-বিদেশের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার আবার রাহুল দ্রাবিড়কে একহাত নিচ্ছেন। ইংল্যান্ডে এই সময়ের শুকনো আবহে ৪ পেসার খেলানোকে বাতুলতা বলে মনে করছেন তাঁরা। তাঁদের সাফ বক্তব্য, এইরকম আবহে তিন পেসার , দুই স্পিনারে নামা উচিত ছিল ভারতের। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো প্রকৃত স্পিনারকে পেলে নিঃসন্দেহে অনেক উপকৃত হত ভারত। বিশেষ করে রবীন্দ্র জাদেজা অসাধারণ ব্যাটিং করলেও বোলিংয়ে সম্পূর্ণ হতাশ করেছেন। দুজন ডানহাতি ব্যাটার যখন চুটিয়ে ব্যাট করছেন তখন জাদেজার লেগ স্টাম্পের বাইরে ফেলা বল কোনওরকম দাগ কাটতেই পারে নি জাদেজা।

প্রথম ইনিংসেও ভারতের বড় স্কোরবোর্ডের বিরুদ্ধে পাল্টা লড়াইটা দেওয়া শুরু করেছিলেন এই বেয়ারস্টোই। তাও বুমরা, সিরাজদের অসামান্য বোলিংয়ে এগোতে পেরেছিল ভারত। ১৩২ রানের লিড নিয়ে নিলে যে কোনও টিমই ভাবতে শুরু করে যে জয় হাতের মুঠোয়। কিন্তু ওই যে খেলাটার নাম ক্রিকেট। কখন যে কী ঘটে যায় এই খেলায় তা বোঝা ভার! এবারেও ঠিক সেটাই ঘটল। এমনিতেই সেকেন্ড ইনিংসে সব দলই চাপে থাকে। ভারতীয়রাও প্রথম ইনিংসে অত ভালো ব্যাট করলেও সেকেন্ড ইনিংসে কেমন গুটিয়ে যায়। (যদিও এখন মনে হচ্ছে বেয়ারস্টো আর রুটের জন্য ৫০০ রানের টার্গেট তাড়া করাও অসুবিধে ছিল না। এতটাই অতিভীষণ হয়ে উঠেছিলেন এই জন-জো জুটি। ৩৭৮ রানের টার্গেট সামনে নিয়ে শুরুটা ব্যাপক হয়েছিল ইংল্যান্ডের। কিন্তু সেই জায়গা থেকে ইংরেজদের ঝামেলায় ফেলতে ফের তুখোড় হয়ে উঠেছিলেন বুমরা। তাঁর পরপর ২ উইকেট দখল ও একটি রান-আউট নিমেষের মধ্যে অ্যাডভান্টেজ টিম ইন্ডিয়া করে দিয়েছিল। টেনিসের ভাষায় ডিউসের মুষল পর্ব চলছে যেন। ১১০-৩ থেকে চতুর্থ উইকেট জুটিতে অপরাজেয় থেকে ২৭৮ রান তুলে দেন জন অ্যান্ড জো কোম্পানি।

টেনিসে পিছিয়ে ভারত

যুধিষ্ঠির নস্কর : কলকাতার মানুষ যত না ফুটবল বা ক্রিকেট দেখেন ততটা কী নজর থাকে টেনিসে। এই প্রশ্নটা আশি-নব্বইয়ের দশকে বললে অনেকে হয়তো আমতা-আমতা করতেন। কেউ কেউ আবার গুলিয়ে ফেলতেন ব্যাডমিন্টনের সঙ্গে। সেই কোর্ট ভিত্তিক খেলা বলেই হয়তো। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কোর্ট ভিত্তিক খেলা তো ভলিবলও। তা হলে সে খেলা কী দোষ করল। এক্ষেত্রে বলা চলে ভবিবল কিন্তু গ্রামবাংলার অনেক পুরনো একটি খেলা। সেদিক থেকে কোর্ট কেটে খেলা হিসেবে টেনিস এবং বাস্কেটবল অনেকটাই এলিট গেমস হিসেবে পরিচিত। ক্রিকেটকেও একটাসময় তথাকথিত এলিট সমাজ বা গণ্যমান্যদের খেলা হিসেবে ধরা হত। এখন কিন্তু ক্রিকেট ছড়িয়ে গিয়েছে দেশের অলিতে গলিতে। অর্থাৎ ক্রিকেটের নগরায়ণ বা গ্রামায়ন দুটোই হয়েছে তেড়েফুঁড়ে। সেজন্যই তো শীতকাল ছাড়া যে খেলার কোনও চর্চা ছিল না সেই ক্রিকেট কিন্তু এখন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় অহরহ হচ্ছে। মাঠে মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ক্রিকেটপিপাসুরা। সেদিক থেকে বাংলায় অল-সিজনের খেলা বলে সমৃদ্ধ ফুটবলই অনেক পিছিয়ে পড়ছে। মোদ্দা কথায় বলতে গেলে ক্রিকেটের ভারতায়ণ ঘটেছে। যা অন্য খেলাগুলোর ক্ষেত্রে অনেকটা কম লক্ষিত হচ্ছে।

ক্রিকেট এলিট তকমা ঝেরে ফেলে অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ার সর্বোকৃষ্ট উদাহরণ হল মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো রাঁচির মতো ছোট শহর থেকে উঠে এসে একজনের দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া। ক্রিকেট যে পাঁচ মেগাসিটি অর্থাৎ দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই বা বেঙ্গালুরুর বাইরেও হয়ে থাকে তার বড় উদাহরণ নিশ্চিতভাবে ধোনি। এছাড়াও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা খুঁজলে এখন দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্রিকেটার বেরিয়ে আসবে। হালফিলে কাশ্মীরের জোরে বোলার উমরান মালিকের দ্রুত উঠে আসা এর বড় নজির। দেশের আরেক কোণ কেরালার শ্রীশান্ত যখন পেস বোলার হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটে জায়গা করে নিলেন তখনও অনেকে চমকে গিয়েছিলেন। এখন দেশের সর্বত্র ছড়ানোর পাশাপাশি ছোট ছোট শহরতলিতেও ক্রিকেট চলছে রমরমিয়ে।

এই জায়গা থেকে টেনিস কিন্তু এখনও অনেকটাই গুটিয়ে রয়েছে। বড়লোকের গেমস হিসেবেই অন্তত এদেশে থেকে গিয়েছে টেনিস। ভারতে রমানাথন কৃষ্ণণ, বিজয় অমৃতরাজ, আনন্দ অমৃতরাজ, প্রকাশ অমৃতরাজরা প্রথম

দেখিয়েছিলেন ভারতও টেনিসটা খেলতে পারে। এরপর বলতে হয় রমেশ কৃষ্ণণ , সৈয়দ মোদীর কথাও। বস্তুত, বিশ্ব টেনিসের মঞ্চে রড লেভার, বিয়ন বর্গ, জন ম্যাকেনরো, জিমি কোনার্স, ইভান লেন্ডলরা যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তখনই ভারতীয় টেনিসে এই আত্মপরিচয় প্রদান পর্ব শুরু হয়। ডেভিস কাপে যথেষ্ট ভালো খেলে ভারত তাক লাগিয়ে দেয় টেনিস দুনিয়ায়। সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্লোভাক দেশগুলির পাশাপাশি ভারতের নামটাও টেনিস মানচিত্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এই মুহূর্তে বিশ্ব টেনিসে ভারতের হয়ে স্মরণীয় খেলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন সানিয়া মির্জা, রোহন বোপান্নার মতো তারকারা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই পোস্টার কিছুতেই সাবালক হবে না। তাঁরা এও বলছেন, ভারতীয় টেনিসের সামনে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বা মডেল হতে পারে ব্যাডমিন্টনে এদেশের দুর্দান্ত পারফরমেন্স। শুধু ভালো করা নয় বা টমাস কাপের মতো আন্তর্জাতিক ট্রফি জেতাই নয় এদেশের ব্যাডমিন্টন এইমুহূর্তে এক ঝাঁক নব্য তারকাকে পেয়েছে। যেটা ভীষণভাবে অনুপস্থিত টেনিসের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে টেনিসেরও হয়তো ছড়িয়ে পড়া দরকার বা এর বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি। টেনিসের সর্বজনীন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দেশের সরকারের উদ্যোগও প্রয়োজন। যেসব প্রতিভাবানরা আর্থিক কারণে উঠে আসতে পারছেন না তাদের প্রমোট করার দায়িত্ব নিতে হবে সর্বাগ্রে।

মহানায়ক হওয়ার পরীক্ষায় মেসি

শুভঙ্কর চন্দ : ফুটবলের ইতিহাসে বহু তারকা এসেছেন। কিন্তু তারকাদের তারকা কজনই বা হতে পেরেছেন। সেই তালিকাটি খুব ছোট। পেলে,মারাদোনার পর হয়তো মেসির নাম করা যেতে পারে। যদিও লিওনেলের কথা উঠলে অনেকেই রে রে করে উঠবেন । বলবেন, বিশ্বসেরা হতে গেলে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ লাগে কমসেকম। সেদিক থেকে মেসির ভাগ্যটা সত্যিই খারাপ। ফাইনালে পৌঁছেও হার স্বীকার করতে হয়েছে মারাদোনা পরবর্তী যুগের রাজকুমারকে। এমনকি লাতিন আমেরিকার সেরা ট্রফিতেও মেসির ভাগ্য প্রসন্ন হয় নি। চিলি এসে আর্জেন্টিনার ভাগ্যে ছাই ঢেলে দিয়েছে। যদিও 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে ' বলে প্রবাদের ওপর ভরসা করছেন মেসি সমর্থকরা। তাঁরা বলছেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতবে আর্জেন্টিনাই। আর বাজিমাত করবেন মেসিই। তারপর তাঁর বর্ণোজ্জ্বল কেরিয়ারের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। এই মুহূর্তে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংও সেকথাই বলছে।

ব্রাজিল, জার্মানি, ইতালির আসনে পৌঁছতে হলে আর্জেন্টিনাকে অন্তত আরও দুটি বিশ্বকাপ জিততে হবে। সেটা যদি এই বছর হয় তবে তো সোনে পে সুহাগা। প্রসঙ্গত, আর্জেন্টিনা এই পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতেছে দুবার। ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬। ১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপ জেতার পিছনে মারাদোনার অবদান তো অনস্বীকার্য হয়ে

উঠেছিল। একার বলে বলিয়ান হয়ে দিয়েগো জিতিয়ে এনেছিলেন তাঁর প্রিয় দেশকে। ১৯৭৮-এর প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের চেয়েও ১৯৮৬-র বিশ্বকাপের গুরুত্ব তাই আর্জেন্টাইনদের কাছে অনেক বেশি। সেজন্যই তো তারকাদের তারকা হয়ে উঠেছেন মারাদোনা। ১৯৮২ তে মারাদোনার কথা প্রচুর উচ্চারিত হলেও প্রতিপক্ষ স্টপার বা রক্ষণভাগের প্লেয়ারদের চোরাগুপ্তা মারের কাছে শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর সব জারিজুরি। সেই মারাদোনাই কেমন আমূল পালটে গেলেন মাত্র চার বছর পরেই। চোরাগুপ্তা মার তথা বিপক্ষের কড়া ট্যাকলকে ঝুজবার জন্য প্রবল শক্তিশালী হয়ে মাঠে নেমেছিলেন মারাদোনা। আগের বারের মতো বল ধরলেই মারাদোনাকে কড়া প্রতিপক্ষের সামনে পড়তে হচ্ছিল। একজন, দুজন বা কোনওক্ষেত্রে সেন্ট্রাল মার্কিংয়ে জেরবার করা হচ্ছিল তাঁকে। তাও একক দক্ষতায় বিপক্ষ ডিফেন্সকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন তিনি। বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড-এর মতো দলের বিরুদ্ধে চার-পাঁচজনকে কাটিয়ে ছবির মতো গোল করে নিজেকে মহানায়কে রূপান্তরিত করেছিলেন দিয়েগো। পেলের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ব্রাজিলকে প্রথম ৩ টি বিশ্বকাপ জেতানোয় ভাভা, ডিডি, গ্যারিঞ্চাদের ভূমিকা থাকলেও সবাইকে ছাপিয়ে পেলে হয়ে উঠেছিলেন মেগাস্টার। এখন মেসির সামনে হয়তো শেষ সুযোগ! কাতারের মাটিতে নিজেকে নায়ক থেকে মহানায়কে উত্তীর্ণ করার।

দিতে হবে স্পিনার ও ক্লাসিক ব্যাটারে জোর

পারঙ্গম শাস্ত্রী

ভারতীয় বোলারদের নিয়ে আলোচনা শুরু হলে নিশ্চিতভাবে স্টিয়ারিংটা স্পিনের দিকে মোড় নেয়। নেবে নাই বা কেন? ভারতীয় বোলিংয়ের ইটগাঁথা তো শুরু হয়েছে স্পিনারদের কেন্দ্র করেই। এরাপল্লি প্রসন্ন, শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাঘবণ, বিষাণ সিং বেদী ও ভগবৎ চন্দ্রশেখরের চতুষ্টয়ফলা জগৎ বিখ্যাত। সম্প্রতি ইংল্যান্ড টেস্টে আমরা দেখলাম ভারত দলের বিশেষজ্ঞ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে বসিয়ে অলরাউন্ডার-স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজাকে খেলাল। প্রথম ইনিংসে দুরন্ত সেঞ্চুরি করলেও জাদেজার বোলিং চূড়ান্ত হতাশ করেছে সমর্থক তথা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। অনেকেই বলছেন জাদেজা কোনও প্রকৃত স্পিনার নয়। পার্ট-টাইম স্পিনার বলা যেতে পারে তাঁকে। শুধুমাত্র চারজন পেসারকে জায়গা করে দিতে একজন স্পিনার খেলাল ভারত। অথচ সকলেরই চোখে পড়েছে বুমরা, সামি আর কেউই দাগ কাটতে পারে নি। সিরাজ প্রথম ইনিংসে চারটে উইকেট পেলেও যখন দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই সেকেন্ড ইনিংসে সিরাজ রীতিমতো হতাশ করেছেন। আর শার্দুল ঠাকুরের কথা যতটা না বলা যায় ততটাই ভালো। এখানেই প্রশ্ন উঠছে সোনালী চতুর্ভুজের স্পিন অ্যাটাক সমৃদ্ধ ভারত কী আজ ভালো স্পিনার পাচ্ছে না? নাকী ভালো বোলারদের অন্বেষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন এই মুহূর্তে স্পিন অ্যাটাকের সবেধন নীলমণি হলেও বিদেশের মাটিতে সেরকম কিছু করতে পারেন নি তিনিও। একটা অনিল কুম্বলে কিংবা হরভজন সিং কোনওভাবেই ভারতীয় বোলিংয়ে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কুলদীপ যাদব , যজবেন্দ্র চহালরা আছেন বটে তবে আইপিএলে অধিক মনসংযোগ করে করে টি-২০ ফর্ম্যাটের বোলার হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। টেস্টের মঞ্চের যাঁদের পারফরমেন্স পাতে দেওয়ার মতো নয়। এমতাবস্থায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে ভালো মানের স্পিনার তুলে আনতে পারে সেদিকে নজর রয়েছে সকলের। আদৌ কী

ভালো স্পিনার পাওয়া সম্ভব হবে? নাকী অতিরিক্ত পেস কেন্দ্রীক হতে গিয়ে ভারত তার নিজস্ব স্পিন ঘরানা লাটে তুলে দেয়। এমনটাই আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। এই মুহূর্তে বিভিন্ন রাজ্য বা আইপিএলের দিকে নজর দিলেও দেখা যাচ্ছে জোরে বোলার হওয়ার লক্ষ্যে অধিকাংশ ভারতীয় তরুণ নিজেদের নিমজ্জিত করেছে। স্পিন বোলিংয়ে আগ্রহ অনেকটাই কম। আর যারাও বা আসছে তারা যত না স্পিনার তার চেয়ে কোনওমতে হাত ঘোরানো আর কী! ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ওইটুকু হাফহার্টেড বোলিং জুড়ে দিয়ে নিজেদের পোর্টফোলিওতে অলরাউন্ডার তকমা জুড়ছে এই নব্যরা। দোষারোপ করাও যায় না। বর্তমান সিস্টেমটাই তাদের এই দিকে ধাবিত করছে।

তাহলে কী ভারত আর ভালো মানের স্পিনার পাবে না? যে দলের হয়ে চতুষ্টয় ব্রিগেডের বাইরেও মনিন্দর সিং, নরেন্দ্র হিরওয়ানি, অনিল কুম্বলে, হরভজন সিং-রা উঠে এসেছেন সেখানে এই আকাল সত্যি খুব বেদনাদায়ক। রবিচন্দ্রন অশ্বিন সেই ক্লাসের কীনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও অতিরিক্ত পেস-প্রীতির কোপে পড়ে অধিকাংশ ম্যাচ সাইডলাইনে বসতে হচ্ছে তাঁকে। অশ্বিনের পর স্পিন বিভাগে বলার মতো সেরকম কোনও নাম যে নেই তা বলাইবাহুল্য। এই সময়টা যেমন স্পিনের পক্ষে পজিটিভ বার্তা বহন করছে না তেমনই ব্যাটিং বিভাগেও ভারতের দীর্ঘদিনের গরিমাও কেমন যেন ম্লান হয়ে আসছে। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলছেন, সেরা ব্যাট। যদিও তিনি এখন অফ-ফর্মের কালা সময় কাটাচ্ছেন। রোহিত শর্মাও অতিঅবশ্যই ক্লাস ব্যাটসম্যানের পর্যায়ে পড়বেন।

বিরাট-রোহিতের পর ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপ সেই ম্যানের ব্যাটার কিন্তু একেবারেই নেই। এটা অত্যন্ত খারাপ সঙ্কেত। যে জোরে বোলিংয়ে ভারত কোনওদিনই সেভাবে সমৃদ্ধ নয় সেই বিভাগটা যখন ক্রমেই উন্নত হচ্ছে, বিশ্বমানের পেসারে পোক্ত হচ্ছে বোলিং অ্যাটাক তখন স্পিন এবং ব্যাটিংয়ে হাহাকার কিন্তু খুবই হতাশাজনক। ভারতীয় ম্যানেজমেন্টকে অতিঅবশ্য অন্তত ৩ জন বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান আর ২ জন জাত স্পিনার তুলে আনতে হবে তবেই কিন্তু এই দলটা ভারসাম্য পাবে। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে গিল, শ্রেয়স আয়ার, হনুমা বিহারী, পৃথ্বী শাহ, সঞ্জু স্যামসনদের মধ্যে কী সেই তারকা ব্যাটার লুকিয়ে নেই? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু সুযোগ পেলেও এরা তার যথার্থ সদ্ব্যহার করতে পারে নি। বলা যায় চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন এরা। তবে বিকল্প হিসেবে কী আর কেউ নেই। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে কে এল রাহুলের মধ্যে আগামীর মহিরুহ হয়ে ওঠার পরিপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র চোটআঘাত থেকে বাঁচার কৌশল এবং ফিটনেসের টপে পৌঁছাতে হবে তাঁকে। কে এল রাহুল ছাড়া দ্বিতীয় নামটি অবশ্যই ঋষভ পন্থ। উইকেটকিপিংয়ের পাশাপাশি অসম্ভব ভালো মানের ব্যাটার তিনি। ইংল্যান্ডেও তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত, পন্থের মধ্যে মহেন্দ্র সিং ধোনির কাঠিন্য এবং কিলার ইনস্টিংক্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রথম থেকেই। তবে ঋষভকে ঠিকঠাক লালন করার বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে আরও যত্নবান হতে হবে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এবং রাহুল দ্রাবিড় যে দলের হেড কোচ সেখানে কিন্তু এই খামতিগুলো পূরণ হওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ আছে। একাধারে ভালো কয়েকজন ব্যাটসম্যান ও স্পিনার তুলে আনা , পাশাপাশি এইসময়ের প্রতিভাবানদের চারা গাছে ঠিকমতো জল দেওয়া তাতেই অনেক কাজ হবে।

পান্ডিয়ার তাণ্ডবে জয় ভারতের

শুভঙ্কর চন্দ : ইংল্যান্ডের মাটিতে জেতা ম্যাচ হেরে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে ভারত। অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে যশপ্রীত বুমরা ভালো পারফর্ম করলেও ব্যাটিং ব্যর্থতা ও বিপক্ষের উইকেট না ফেলতে পারা এই দুয়ের সমস্যায় শেষ দুদিনে পিছিয়ে পড়ে টিম ইন্ডিয়া। বাজিমাত করে ইংল্যান্ড। সেই হতোদ্যম অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে নিশ্চিতভাবে একটি জয়ের প্রয়োজন ছিল ভারতীয় শিবিরে। হার্দিক পান্ডিয়ার অসামান্য অলরাউন্ড পারফরমেন্স এবং নবাগত দীপক হুদা ও সূর্যকুমার যাদবের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ভর করেই মূলত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতল ভারত। রোহিত শর্মার কোভিড কাটিয়ে স্কিপারের দায়িত্বে ফেরাটাও হয়তো ভারতের কাছে অক্সিজেন হয়ে দাঁড়াল। এখন দেখার এই ফর্ম ধরে রেখে টি-২০ এবং ওয়ানডে সিরিজ জিতে নিতে পারে কী না ভারত?

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com